RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৭, সংখ্যা: ৭, কোচবিহার, শুক্রবার, ৭ এপ্রিল - ২০ এপ্রিল, ২০২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ | Vol: 27, Issue: 7, Cooch Behar, Friday, 7 April - 20 April, 2023, Pages: 8, Rs. 3

রবির কিরণে এক বছরে উজ্জ্বল কোচবিহার পুরসভা

পার্থ নিয়োগী: গত ১৭ মার্চ রবীন্দ্রনাথ ঘোষের নেতৃত্বাধীন পুরবোর্ড এক বছর পূর্ণ করল। ২০২২ সালের ১৭ মার্চ কোচবিহার পুরসভার পুরপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। বীরেন কুন্ডুর প্রয়াণের পর থেকে কোচবিহার পুরসভাকে নিয়ে ক্ষোভ জন্মেছিল মানুষের মধ্যে। তবে গত এক বছরে সেই ক্ষোভ আজ অনেকটাই প্রশমিত করে ফেলেছেন রবিবাবু। বীরেনবাবুর মৃত্যুর পর বিভিন্ন সময়ে পাঁচজন পুরপতি পদে থাকলেও, তাদের কাজ নিয়ে হয়েছে অনেক বিতর্ক। রবিবাবু পুরপতি পদে বসার পর থেকে পুরসভার ছবিটা অনেক বদলেছে। একদা দক্ষহাতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাজ সামলানো রবিবাবুর পক্ষে পুরসভার কাজের পরিকল্পনা করাটাও অনেক সহজ হয়ে উঠেছিল। পুরসভার কাজের প্রধান চালিকা শক্তি হল পুরসভার কর্মীরা। এটা বুঝে প্রথমেই পুরকর্মীদের ক্ষোভ-বিক্ষোভের দিকে নজর দেন রবিবাবু। আগে পুরকর্মীদের মাইনের তারিখের ঠিক ঠিকানা ছিল না। রবিবাবু দায়িত্ব নিয়েই মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই পুরকর্মীদের বেতনের পাবার ব্যবস্থা করে দেন। অস্থায়ী পুরকর্মচারীদের মাসের পর মাস বেতন বকেয়া থাকত আগে। কিন্তু রবিবাবুর প্রচেষ্টায় মাসের বেতন মাসেই পেয়ে যান এই অস্থায়ী পুরকর্মীরা। অবসরপ্রাপ্ত পুরকর্মচারীরা যাতে অবসরের দিনই প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা হাতে পান সে ব্যবস্থাও করেছেন তিনি। কর্মচারীদের যোগ্যতা অনুযায়ী পুরসভার বিভিন্ন কাজে তাদের নিয়োগ হয়েছে। শহরের তোর্ষার জল প্রকল্পে বাড়িতে বাড়িতে জল পৌঁছে দেবার জন্য যে বাকি পাইপ লাইন বসাবার কাজ বাকি আছে তাঁর জন্য রাজ্য থেকে রবিবাবুর তহবিল ফলে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। সেইসাথে বেশকিছু গভীর নলকূপ বসিয়ে শহরের পানীয় জল সমস্যার অনেকটাই সুরাহা করেছেন তিনি। সৌন্দর্যায়নের লক্ষে শহরের অনেক স্থানেই বৈদ্যুতিক বাতিস্তম্ভের খুঁটি সাজিয়েছেন আলোকসজ্জায়। শহরের ২০ টি ওয়ার্ডেই চালু করে ফেলেছেন এই এক বছরের মধ্যে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ। ঐতিহ্যবাহী রাসমেলাকে ইউনিস্কর হেরিটেজ তালিকায় রাখতে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে পুরসভা। আর নাগরিক পরিষেবা দিতে গেলে দরকার অর্থের। আর সরকারও চায় নিজেরাও স্বনির্ভর হোক পুরসভা কর সংগ্রহ করে। দীর্ঘদিন ধরে নজরদারির অভাবে রাজস্ব আদায়ে অনেক আর্থিক ক্ষতির সন্মুখীন হয়েছে কোচবিহার পুরসভা। আর সেটা নজর এড়ায়নি রবীন্দ্রনাথ ঘোষের। বিভিন্ন সরকারি দপ্তর যাদের কাছে কর বকেয়া আছে তাদের চিঠি পাঠানো হয়েছে কর শোধের জন্য। শহরের কর কাঠামোর আমূল সংস্কার করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পুরসভার বোর্ড মিটিং করে। পৌর কর্মীদের দিকে নজর দেবার পাশাপাশি পৌরকর্মীরা যাতে নিজের দায়িত্ব পালন করে সেদিকেও নজর দিয়েছেন তিনি। পুরসভার বিভিন্ন বিভাগ থেকে শুরু করে পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আচমকা পরিদর্শনে গিয়ে অফিসে দেরিতে আসা কর্মীদের সতর্ক করে দিতে দেখা গেছে তাকে বহুবার। বাড়ির স্যানিটারি ট্যাংক পরিষ্কারের দরখাস্ত নিয়ে আগে সাধারণ মানুষ আসলে দালালদের ক্ষপ্পরে পড়ত। পুরসভা অফিসের সামনে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দালালদের দৌরাত্ম্য তিনি বন্ধ করেছেন। একই সাথে পুরসভার হাতে থাকা বিভিন্ন জমি উদ্ধারেও তিনি তৎপর ভূমিকা দেখিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে শহরের বাসিন্দা সৈকত দত্ত বলেন, ‘গত ছয়-সাত বছর ধরে কোচবিহার পুরসভার নাগরিক পরিষেবা তলানিতে এসে ঠেকেছিল। কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে গত এক বছরে সেই হাল অনেকটাই ফিরিয়েছেন বর্তমান পুরপ্রধান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ’।

শহরের আরেক বাসিন্দা নিতাই করের মতে গত এক বছরে রবিবাবুর হাত ধরে অনেকদিন পর পুরসভার কাজে গতি এসেছে। যা শহরের মানুষের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ইতিবাচক। পুরসভার কর্মীরাও রবিবাবুর সাথে এই এক বছরে বেশ আত্মিক সম্পর্কে জড়িয়ে গেছেন তাঁর প্রমাণ সাম্প্রতিক সময়ে নিজের বাড়ির পাশেই রবিবাবুকে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। অভিযোগ ওঠে বিক্ষোভকারীরা রবিবাবুকে হেনস্থা করে। তারই প্রতিবাদে পুরকর্মীরা একদিন পুরসভায় পেনডাউন কর্মসূচী নেয় এবং রবিবাবুকে হেনস্থাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে শহরে মিছিল করেন। তবে গত এক বছরের কর্মকান্ড নিয়ে রবিবাবু নিজে কিন্তু পুরোপুরি খুশি নন। নাগরিক পরিষেবা ঘাটতির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। তবে আগামীতে তাঁর হাত দিয়ে পুরসভার উন্নয়নমূলক কাজ ও নাগরিক পরিষেবার কাজ যে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে তা পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষের প্রত্যয়ই যেন বলে দেয়। সব মিলিয়ে পুরপতি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ঘোষের প্রথম বছরের রাজনৈতিক খতিয়ান বলে দিচ্ছে তাঁর এই নতুন ইনিংস শুরু হয়েছে একদম টি-২০ এর মত।

উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দিতে কোচবিহারে মীনাক্ষী

দেবাশীষ চক্রবর্তী, দিনহাটা: আগামী ১৩ ই এপ্রিল সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই-এর পক্ষ থেকে উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। এই অভিযানকে সফল করে তুলতে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় দিনহাটায় রোড-শো সহ বেশ কয়েকটি পথসভা ও সাংগঠনিক কর্মশালায় অংশ নেন তিনি । সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় দিনহাটা কুচবিহার শহরের ওয়েলকাম এলাকা থেকে বাইকে করে দিনহাটা শহরে আসেন। তাকে শহরের হাসপাতাল মোড় এলাকায় মহিলা সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কয়েকশো যুবকর্মী সমর্থক এদিন এই রোড শো-তে অংশ নেন। রোড-শো ঘিরে যাতে কোনরকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে পুলিশি নিরাপত্তাও ছিল যথেষ্ট। যুবকদের কাজের ব্যবস্থা ও বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে এই কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন দাবিগুলির মধ্যেও রয়েছে দিনহাটার বেশ কয়েকটি স্থানীয় দাবী। দিনহাটা-২ নম্বর ব্লকের ঘোষিত কলেজে অবিলম্বে পঠন-পাঠন চালু করা, দিনহাটাকে আন্তর্জাতিক করিডোর হিসেবে ঘোষণা করা, গোটা রাজ্য জুড়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা প্রভৃতি দাবি তুলে ধরেন ।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মীনাক্ষী বলেন, গোটা রাজ্য জুড়ে তৃণমূল এবং বিজেপি যাত্রাপালা সাজিয়ে রেখেছে। যারা এতদিন

তৃণমূলের দুর্নীতি করলো তারা এখন বিজেপির বড় নেতা হয়ে তৃণমূলের দুর্নীতির গান করছে। আর তৃণমূল বিজেপিকে বলছে কালো ঢোকালাম সাদা বের হলো। সেই যাত্রাপালার চূড়ান্ত নির্লজ্জতার মাত্রা অতিক্রম করেছে। অথচ গোটা রাজ্যের দিকে তাকালে বেকার ছাত্র যুবরা রাস্তায় বসতে বাধ্য হচ্ছে। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন এই সরকারকে মানুষ বিদায় জানাতে প্রস্তুত আছে।

কোচবিহারে পথশ্রী নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

দেবাশীষ চক্রবর্তী: পথশ্রী প্রকল্পকে নিয়ে মানুষকে জানাতে গত ২৪ মার্চ কোচবিহার জেলা পরিষদের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। কোচবিহার জেলা পরিষদ থেকে শুরু হয়ে এই শোভাযাত্রা কোচবিহারের জেলাশাসকের দপ্তরে গিয়ে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি উমাকান্ত বর্মন, সহকারী সভাধিপতি পুষ্পিতা রায় ডাকুয়া, জেলাশাসক পবন কাদিয়ান, পুলিশ সুপার সুমিত কুমার, জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শুচিস্মিতা দেবশর্মা প্রমুখ। এই প্রসঙ্গে জেলা পরিষদের সভাধিপতি উমাকান্ত বর্মন বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থে সারা রাজ্যে পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে যে ১২ হাজার কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে তার মধ্যে আমাদের কোচবিহার জেলাতেও ৩৭০ টি রাস্তা নির্মাণ করা হবে যা প্রায় সাড়ে আটশো পঞ্চাশ কিলোমিটার। জেলাশাসক পবন কাদিয়ান বলেন, রাজ্য সরকারের পথশ্রী প্রকল্প নিয়ে আমরা সারা জেলায় যে প্রচার চালাচ্ছি তারই অঙ্গ হিসেবে আজকের এই শোভাযাত্রা। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পথশ্রী প্রকল্পের সম্পর্কে মানুষকে জানাতে এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা যাতে মানুষের কাছে সরাসরি পৌঁছে দেওয়া যাওয়া যায় সেই জন্যই আজকের এই পদযাত্রা।

উত্তরের প্রথম অত্যাধুনিক মাছ বাজার কোচবিহারে

পার্থ নিয়োগী: বঙ্গ মৎস যোজনার হাত ধরে উত্তরবঙ্গের প্রথম অত্যাধুনিক মাছ বাজার পেতে চলেছে কোচবিহার। এই বাজারে খুচরো মাছ বিক্রির পাশাপাশি পাইকারি মাছ বিক্রিও হবে। আর এই মাছ বাজারে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মাছ সংরক্ষণের জন্য করা হবে ছোট হিমঘর। বঙ্গ মৎস যোজনায় অন্তর্গত এই প্রকল্পের পাইলট প্রোজেক্টে কোচবিহার শহরের ভবানীগঞ্জ বাজার ও নতুন বাজারকে বেছে নেওয়া হয়েছে। দুটি বাজারে এই প্রকল্প রুপায়ণে ১০ কোটি টাকার বেশি খরচ হবে। মৎস দপ্তর সূত্রে জানা গেছে বঙ্গ মৎস যোজনার সমস্ত প্রকল্পটির কাজ তারাই করবে। এই প্রকল্পে কোনও সরকারি দপ্তর, পুরসভা বা কর্পোরেশন থেকে জমি নেওয়া হয়। এরপর কাজ হয়ে গেলে মৎস দপ্তর আবার যাদের জমি তাদের হাতেই ফিরিয়ে দেবে। এক্ষেত্রেও কোচবিহার পুরসভার পক্ষ থেকে দুটি বাজার মৎস দপ্তর হাতে তুলে দেওয়া হবে। মৎস দপ্তরের তরফে প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তারপর আবার বাজারদুটিকে কোচবিহার

পুরসভার হাতে হস্তান্তর করা হবে। প্রতিটি বাজারের জন্য এক্ষেত্রে ৫ কোটি টাকা খরচ করা হবে। যেহেতু কোচবিহারে দুটি বাজার তাই সব মিলিয়ে খরচ ১০ কোটি টাকা পরবে। এই প্রকল্পে মাছ বাজারের জন্য একটি বড় শেড করা হবে। সেখানে থাকবে সুন্দর উচু বসার জায়গা ব্যবসায়ীদের জন্য। পাইকারি মাছ বিক্রির জন্য ছোট ছোট ঘর থাকবে। করা হবে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মাছ রাখার ব্যবস্থা। রাজ্যে এই প্রোজেক্ট পাঠানো হবে। রাজ্য থেকে অনুমোদন হয়ে এলেই কাজ শুরু হবে বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যেই কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, পুরসভার এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কৌশিক মল্লিক, কোচবিহার জেলার সহ মৎস অধিকর্তা অভিজিৎ সাহা গত ১২ মার্চ ভবানীগঞ্জ বাজার ও নতুন বাজার পরিদর্শন করেন। দুটি মাছ বাজারে কিভাবে প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে, কতটুকু জায়গা লাগবে তা পরিদর্শন করে দেখা হয়। আর এই অত্যাধুনিক মাছ বাজার হবার কথায় কোচবিহারের নাগরিক সমাজ সাধুবাদ জানিয়েছে। কোচবিহারের বেশিরভাগ মানুষ মনে করেন এই দুটি বাজার বর্তমানে বেহাল অবস্থায় আছে। এতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই অসুবিধা হয়। কিন্তু অত্যাধুনিক হলে এই মাছ বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই সুবিধা হবে সেই সাথে মাছকে কেন্দ্র করে কোচবিহারের ব্যবসাও বাড়বে বলে ধারণা।

নিজের মন্তব্যে অনড় উদয়ন

নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় কমল গুহকে নিয়ে রাজ্য জুড়ে সমালোচনার ঝড়

কোচবিহার ও দিনহাটা: রাজ্য জুড়ে সমালোচনার ঝড় চললেও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ নিজের অবস্থানে অনড়। ২৬ মার্চ তিনি ফের বলেন, সুযোগ পেলে পার্টির ছেলেদের এখনও আমরা চাকরি দিই। আমি মন্ত্রী হিসেবে নিজে তিনজন অ্যাটেনডেন্ট নিয়োগ করেছি। তিনি আরও বলেন, বাম শরিকদের চাকরি ভাগাভাগিতে তাঁর বাবা কমল গুহও যুক্ত ছিলেন বলে স্বীকার করেন উদয়ন গুহ।

তাঁর বক্তব্য, যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করে অযোগ্যদের চাকরি দেওয়ার দুর্নীতিতে কমল গুহও জড়িত ছিলেন। শুধু এখানেই চুপ থাকেননি উদয়ন। সোশ্যাল মিডিয়াতে পাল্টা সমালোচনাও শুরু করেছেন তিনি। সিপিএমের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের কিছু নেতার নাম নিয়ে সুজন চক্রবর্তীকে আক্রমণ করেছেন। উদয়ন লিখেছেন, সুজনবাবু কোটায় চাকরি হত না। তবে এঁরা কী করে চাকরি পেয়েছিলেন। অঞ্জলি সেন, শুক্লা সরকার, বুদ্ধদেব রায়, মলয় রায়, বিশ্বনাথ রায় প্রমুখ। বর্তমানে এদেঁর মধ্যে অনেকেই অবসর নিয়েছেন।

কমল গুহ

উদয়ন গুহ

উদয়নের পোস্ট প্রসঙ্গে সিপিএমের কোচবিহার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তারাপদ বর্মণ বলেন, উনি রাজনৈতিক কারণে এইসব বলছেন। বাম আমলে সব নিয়ম মেনেই হয়েছে।

এদিকে তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অবশ্য মনে করেন, উদয়ন সত্যি কথাই বলেছেন। কারণ তিনি কাছ থেকে সব কিছু দেখেছেন। আরও ভালো করে বলা যেতে পারে যে উদয়ন বামপন্থী রাজনীতির একেবারে গুহার মধ্যে ছিলেন। এর আগে আমরাও বহুবার এই কথা বলেছি। এতদিনে প্রমাণ হল যে বাম জামানায় ৯০ শতাংশ চাকরিই চিরকুটে হয়েছে। তিনি বলেন, কমল গুহ সম্পর্কে বলতে পারব না। তবে উদয়নবাবু স্বীকার করেছেন চাকরির জন্য তাঁরও সুপারিশ গিয়েছে। রাজ্যে বামপন্থীরা কিভাবে ভাবে চাকরি দিত উনি সেটা তুলে ধরেছেন।

ইউজিসি-র নতুন নির্দেশিকায় চিন্তিত উত্তরের শিক্ষামহল

নিজস্ব সংবাদদাতা: কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে ইউজিসি-র নতুন নির্দেশিকায় প্রাথমিকভাবে পড়ুয়াদের সুবিধার শেষ নেই। কিন্তু পরিকাঠামো ও উপযুক্ত শিক্ষক না থাকায় কলেজে চার বছরের এই স্নাতক কোর্স নিয়ে আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ দেখছে শিক্ষামহল।

এর আগে প্রথাগত কাঠামো ভেঙ্গে মোটামুটিভাবে ২০১৮ থেকে রাজ্যের প্রায় সবকটি বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়েছিল চয়েস বেসড ক্রেডিট সিস্টেম বা সিবিসিএস। বাস্তবে সিবিসিএস যে সব পরিকাঠামোগত পরিবর্তন হওয়ার কথা ছিল গত ছয়বছরে সেগুলি বাস্তাবায়িত করতে পারেনি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। শিক্ষা মহলের একাংশের মতে বহু শিক্ষক ও শিক্ষা আধিকারিক এখনও পর্যন্ত এই সিবিসিএস বিষয়টি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি। তার ওপর এই পরিস্থিতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে আমূল পরিবর্তন কার্যকর হওয়ায় চিন্তিত শিক্ষামহল। চার বছরের এই স্নাতক কোর্স মাঝপথে মুখ থুবড়ে পড়ার আশঙ্কা করছে শিক্ষক মহল।

ইউজিসি-র নির্দেশিকায় নতুন নিয়মে একজন পড়ুয়া বিজ্ঞানের কোনও বিষয়ের পাশাপাশি একই সঙ্গে আর্টস ও কমার্সের কোন বিষয় নিয়ে পড়তে পারবে। বিষয় নির্বাচনে এখন থেকে প্রতিষ্ঠানের বেঁধে দেওয়া কম্বিনেশনের বাইরে পড়ুয়াদের ইচ্ছাই প্রাধান্য পাবে। বাস্তবে রাজ্যের সব কলেজগুলিতে বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্যের সব বিষয় এখনও পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয়নি। অনুমোদন থাকলেও অনেক জায়গায় শিক্ষকের অভাবে ইউজিসি-র নির্দেশিকা কার্যকর করা যায়নি।

এক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ আরও পিছিয়ে রয়েছে। ফলে একজন পড়ুয়া চাইলেও কলেজে অনুমোদিত বিষয়ের বাইরে অন্য কিছু পড়ার সুযোগ পাবে না। সেক্ষেত্রে কাগজেকলমেই থেকে যাবে নতুন নির্দেশিকা। ইউজিসি-র এই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ কর্মমুখী করার উদ্দেশ্য আছে। বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা, শিল্প, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, সংবাদ সংস্থাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার কথাও উল্লেখ আছে। এর ফলে পড়ুয়ারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে যেমন জানতে পারবেন। তেমনি তাঁদের জীবনে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে বলে মত প্রকাশ করেছেন ইউজিসি কর্তারা।

ইউজিসি-র নতুন নির্দেশিকায় চার বছরের স্নাতক কোর্সের শেষ বছরটি গবেষণা সংক্রান্ত কাজের জন্য বরাদ্দ হয়েছে এবং বিষয়ভিত্তিক অত্যন্ত দুইজন উপযুক্ত (পিএইচডি) শিক্ষক বাধ্যতামূলক। বর্তমানে বেশিরভাগ কলেজেই শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে। ফলে পিএইচডি হীন শিক্ষকদের দিয়ে গবেষণার কাজ করানো নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

তবে আশঙ্কা যাই থাক ইউজিসি-র নির্দেশ পালন করতে আগামী শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগে হাতে মাত্র মাস দেড়েক সময় আছে। তাই অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় গুলির সাথে আদাজল খেয়ে প্রস্তুতি শুরু করেছে উত্তরবঙ্গ ও কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়।

বুড়িরহাটে রামনবমীর শোভাযাত্রায় হাঁটলেন নিশীথ

দেবাশীষ চক্রবর্তী, দিনহাটা: রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিনহাটা -২ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় রামনবমীর শোভাযাত্রা হাঁটলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। যে বুড়িরহাট বাজারে দলীয় কর্মসূচিতে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে তৃণমূলের কালো পতাকা দেখানোকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, বৃহস্পতিবার রামনবমী উপলক্ষে সেই বুড়িরহাট বাজারে রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী।

এর আগে দিনহাটা-২ নম্বর ব্লকের বাসন্তীরহাট বাজারে রামনবমীর শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রায় অংশ নেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। সেখানে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির সভাপতি তথা বিধায়ক সুকুমার রায়, বিধায়ক সুশীল বর্মন, জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জীবেশ বিশ্বাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিশ্বনাথ কিন্নর সহ একাধিক নেতৃত্ব। এদিন বাসন্তীরহাট বাজার থেকে শোভাযাত্রা বের হয়ে এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এদিনের এই রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বলেন, রামনবমী ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরম্পরা। দেশের কোটি কোটি মানুষ এই ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছেন। প্রতিটি ভারতবাসীর উচিত আমাদের এই ঐতিহ্যকে রক্ষা করা। তাইতো দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ আজকের দিনে এই রামনবমী শোভাযাত্রায় শামিল হয়েছেন।

এদিন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক দিনহাটা-২ নম্বর ব্লকের বাসন্তীর হাট বাজার ছাড়াও বুড়িরহাট বাজার, নাজিরহাট বাজার, শালমারা বাজার ও সাহেবগঞ্জ বাজারে অনুষ্ঠিত রামনবমীর শোভাযাত্রায় শামিল হন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২৫ শে ফেব্রুয়ারি দিনহাটা-২ নম্বর ব্লকের বুড়িরহাট বাজারে দলীয় কর্মসূচিতে আসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক । মন্ত্রীকে তৃণমূলের কালো পতাকা দেখানোকে কেন্দ্র করে বুড়িরহাট বাজার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে হামলার ঘটনা ঘটে। সেই সময় তৃণমূল এবং বিজেপির কর্মীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর ছাড়াও অন্তত ত্রিশটি মোটর বাইক ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। একদল অপর দলকে লক্ষ্য করে গুলি, বোমা ছোড়া হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ বেধড়ক লাঠিচার্জ ছাড়াও কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটায়। এরপর বিজেপির ৪৮ জন কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে শত প্রণোদিতভাবে মামলা দায়ের করে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। এদের মধ্যে ২১ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অপরদিকে মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের দেহরক্ষী সিআইএসএফ ৩০ জন তৃণমূল কর্মী নেতার বিরুদ্ধে সাহেবগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করে। এদের মধ্যে তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ওই ঘটনায় পরেই বিজেপি দলের তরফ থেকে সিবিআই তদন্তের দাবিতে হাইকোর্টে যায়। দিন কয়েক আগে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। এ ধরনের এক পরিস্থিতিতে রামনবমী অনুষ্ঠানকে হাতিয়ার করে দিনহাটা -২ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন এলাকা চষে বেড়ালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন দিনহাটার রাজনৈতিক মহল।

উদয়ন গুহ'র উপর আক্রমণের ঘটনায় অভিযুক্ত ধনঞ্জয় বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান

দেবাশীষ চক্রবর্তী, দিনহাটা: রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর ওপর হামলার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত ধনঞ্জয় দেবনাথ বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। শনিবার দিনহাটা নৃপেন্দ্র নারায়ণ স্মৃতি সদনে এক সভার মধ্য দিয়ে তার হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের দিনহাটা শহর ব্লক সভাপতি নেত্রী মৌমিতা ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের শহর ব্লক সহ-সভাপতি পার্থ সাহা, দিনহাটা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবীর সাহা চৌধুরী প্রমুখ।

এদিন তৃণমূলে যোগ দিয়ে ধনঞ্জয় দেবনাথ বলেন, আমি বিজেপি দল করতাম বলে উদয়ন গুহর উপর আক্রমণের দিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম। দেখেছি উদয়ন গুহ দিনহাটা বয়েজ ক্লাব সংলগ্ন এলাকাতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে বিজেপি নেতা অজয়ের নেতৃত্বে একদল বিজেপি কর্মী তার ওপর চড়াও হয়। তাকে বাঁশ দিয়ে মারার চেষ্টা করে। হাত দিয়ে ফেরাতে গেলে লাঠির আঘাতে তার হাত ভেঙে যায়। আমার নামে অভিযোগ দায়ের হয়। কিন্তু এই আক্রমণ আমি মেনে নিতে পারিনি। তাই আমি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলাম।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এক সময় ধনঞ্জয় দেবনাথ দিনহাটা শহর ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ছিলেন। অজয় রায় গোড়া থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। একুশের বিধানসভা ভোটের আগে দিনহাটায় তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। একুশের বিধানসভা ভোটে ভোট

প্রচারে অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী দিনহাটা এলে মিঠুন চক্রবর্তীর হাত থেকে পদ্মফুলের পতাকা হাতে নিয়ে বিজেপিতে যোগ দেন অজয় রায়ের সাথে এই ধনঞ্জয় দেবনাথ। একুশের বিধানসভা ভোটে দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী উদয়ন গুহ বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের কাছে মাত্র ৫৪ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। ভোট পরবর্তী সময়ে দিনহাটার গ্রামে-গঞ্জে রাজনৈতিক হিংসা চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। বাড়িঘর ভাঙচুর ছাড়াও রাজনৈতিক সংঘর্ষ এবং বোমাবাজির ঘটনা হর হামেশাই ঘটে চলছিল। গত ২০২১ সালের ৬ মে দিনহাটা শহরের বয়েজ ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় উদয়ন গুহের উপর হামলার ঘটনা ঘটে। তার হাত ভেঙে যায়। তাকে প্রথমে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, পরে উন্নত চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। ওই ঘটনায় বিজেপি নেতা অজয় রায় এবং ধনঞ্জয় দেবনাথ সহ বেশ কয়েকজনের নামে দিনহাটা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। দীর্ঘদিন আত্মগোপন করেছিলেন তারা।

দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে থাকার পর তারা দিনহাটায় ফিরে আসেন। এদিন বিজেপি নেতা ধনঞ্জয়ের দেবনাথ বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। রাজনৈতিক দিক থেকে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন দিনহাটার অভিজ্ঞ মহল।

মেলা থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় নিহত ৩

দিনহাটা: গঙ্গাপুজো ও মহা অষ্টমীর স্নান উপলক্ষে চলছিল জমজমাট মেলা। তারই মাঝে মেলার মাঠ থেকে খুব বেশি হলে ৮০০ মিটার দূরের রেললাইনে ট্রেনে কাটা পড়ে প্রাণ হারালেন তিনজন। ঘটনাটি ঘটে ২৯ মার্চ রাত ১১টা নাগাদ দিনহাটা-২ ব্লকের অন্তর্গত কিশামত দশগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথমখণ্ড হোকদহ এলাকায়। মৃতেরা হলেন, রঞ্জিত বিশ্বাস (৪০), দয়াল বর্মণ (৪৫) এবং কমলেশ বর্মণ (৫৫)। রঞ্জিত ও দয়াল স্থানীয় এলাকারই বাসিন্দা। দয়াল সংশ্লিষ্ট ব্লকের চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের খাটামারি এলাকায় থাকতেন। গভীর রাতে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে জানিয়েছে, রেল পুলিশ ও সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ।

৩০ মার্চ সকালে দিনহাটা থেকে প্রায় ২৩ কিলোমিটার দূরের ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, কমলেশ বছরের বিভিন্ন সময়ে গাছ কাটা, কৃষিকাজ করে সংসার চালাতেন। দীর্ঘক্ষণ কথা বলে জানা গেল, রঞ্জিত পেশায় মৎস্যজীবী ছিলেন। পরিবারে স্ত্রী ও নাবালক ছেলে-মেয়ে রয়েছে। দয়ালবাবু পেশায় কৃষক ছিলেন। তিনি স্থানীয় এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। কমলেশের প্রতিবেশী অতুল বর্মণ জানালেন, প্রথমখণ্ড হোকদহ গ্রামের চৈতির ছড়ার (বিল) পাশে গঙ্গাপুজো ও অষ্টমী স্নান উপলক্ষে মেলা হচ্ছিল। ২৯ মার্চ রাত ১১টা নাগাদ শিলিগুড়ি-বামনহাট ডেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলে যাওয়ার পরই রেললাইনের পাশে ছিন্নভিন্ন মৃতদেহগুলি পড়ে থাকতে দেখেন মেলা থেকে ফেরা কয়েকজন। তাঁদের চিৎকারে স্থানীয়রা সেখানে জড়ো হন। সংলগ্ন বামনহাট রেল স্টেশন পুলিশ ও সাহেবগঞ্জ থানায় খবর দেওয়া হলে রাত আনুমানিক একটা নাগাদ দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

প্রথমখণ্ড হোকদহ এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যা তথা উপপ্রধান সান্ত্বনা বিশ্বাসের স্বামী রঙ্গলাল বিশ্বাস বলেন, নিহতদের মধ্যে দুইজন আমরই এলাকার বাসিন্দা।

দূষিত হচ্ছে পরিবেশ

চার বছরেরও বেশি সময় ধরে সৎকার না হওয়ায় মর্গে জমেছে ৩০০ মৃতদেহ

জলপাইগুড়ি: দাবিদারহীন মৃতদেহের পাহাড় জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের মর্গে। প্রায় চার বছরেরও বেশি সময় ধরে সৎকার না হওয়ায় মেডিকেল কলেজের অধীনে থাকা জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন পুরানো মর্গ এবং সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল সংলগ্ন নতুন মর্গ মিলিয়ে দাবিদারহীন মৃতদেহের সংখ্যা প্রায় ৩০০। এদিকে নতুন মর্গে অতিরিক্ত মৃতদেহ থাকার কারণে চিলার মেশিনগুলিও প্রায়ই খারাপ হয়ে যায়। তখন মর্গ থেকে মৃতদেহ পচা দুর্গন্ধে চারপাশের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে বলে প্রায় অভিযোগ তোলেন এলাকাবাসীরা। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, দাবিদারহীন মৃতদেহ দাহ করার জন্য মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে একাধিকবার পুলিশ ও পুরসভাকে চিঠি লেখা হলেও এখনও পর্যন্ত মৃতদেহ সৎকারের জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

একসময়ে জেলার পুলিশ মর্গটি ছিল জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে ফার্মাসি কলেজের মাঠের একপ্রান্তে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের পাশে নতুন মর্গটি চালু হওয়ার পর ফার্মাসি কলেজের পাশের মাঠের পাশে পুরানো মর্গটি বন্ধ হয়ে যায়। নতুন মর্গটিতে মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য অত্যাধুনিক পরিকাঠামো যুক্ত ৩০ টি চিলার মেশিন রয়েছে। মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালে নতুন মর্গ চালু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত সেখানে প্রায় ১০২ টি মৃতদেহ রাখা হয়েছে। যেখানে একটি চিলার মেশিনে একটি মৃতদেহ রাখার কথা সেখানে জায়গা না থাকায় এক একটি চিলার মেশিনে তিন থেকে চারটি করে মৃতদেহ রয়েছে। এছাড়াও কিছু মৃতদেহ যেগুলো আর চিলারে রাখা সম্ভব হয়নি সেগুলো মর্গের ভেতরেই মেঝেতে পড়ে রয়েছে।

মেডিকেল কলেজ তথ্য বলছে পুরনো মর্গে থাকা ১৮৭ টি মৃতদেহের এখনও পর্যন্ত সৎকার হয়নি। পুরনো মর্গটি বন্ধ থাকলেও দুর্গন্ধ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে। শুধু দুর্গন্ধই নয় অনেক সময় মর্গ থেকে মৃতদেহের হাড় ও দেহাংশ কুকুর বাইরে নিয়ে আসছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

মেডিকেল কলেজের অতিরিক্ত সুপার ডাঃ সুরজিৎ সেন বলেন, বর্তমানে মর্গের যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে আরো নতুন করে মৃতদেহ রাখার জায়গা নেই।

ন্যাশনাল টাইগার অথরিটির নির্দেশ অনুযায়ী মঙ্গলবার করে বন্ধ থাকবে বক্সা টাইগার রিজার্ভ

আলিপুরদুয়ার: দেশের অন্যান্য ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই নিয়ম চালু ছিল আগেই। এবার থেকে সপ্তাহে একদিন বক্সা টাইগার রিজার্ভ এলাকায় পর্যটকদের যাতায়াত, জঙ্গল সাফারি ও ওয়াচ টাওয়ার ঘুরে দেখা বন্ধ থাকবে। আগামী ১ এপ্রিল থেকে প্রত্যেক মঙ্গলবার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে বক্সা টাইগার রিজার্ভ। তবে বনবস্তিবাসিদের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরী হবে না। তা সত্ত্বেও বক্সার বিভিন্ন বনবস্তি এলাকার বাসিন্দারা বনদপ্তরের এই ঘোষণায় উদ্বিগ্ন। এর ফলে তাঁরা তাঁদের রুজি-রুটিতে টান পড়ার আশঙ্কা করছেন।

প্রতি মঙ্গলবার করে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকার সান্তালাবাড়িতে হাট বসে। সেই হাটে কেনাকাটা করতে আসেন পাহাড়ের বিভিন্ন গ্রামের বনবস্তির বাসিন্দারা। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে সেই হাটে বাইরে থেকে আসা ক্রেতাদের আনাগোনায় প্রভাব পড়া নিয়ে চিন্তিত তাঁরা। হাটে কেনাবেচা ছাড়াও বক্সার জঙ্গলে বক্সা, জয়ন্তী, সান্তালাবাড়ি, ২৩ মাইল সহ বিভিন্ন বনবস্তির বাসিন্দাদের মূল জীবিকা হল পর্যটন। তথা বলা ভালো হোমস্টে পর্যটন। অর্থাৎ পর্যটকদের সেখানে রেখে সাফারি ও খাওয়া-দাওয়ার মাধ্যমে অধিকাংশ গ্রামবাসী জীবিকা অর্জন করে থাকেন। এছাড়াও এই পর্যটকদের ওপর নির্ভর করে ছোটখাটো অনেক দোকানও চলে। ডুয়ার্স ট্যুরিজিম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি পার্থসারথি রায় বলেন, জয়ন্তী সহ বক্সার জঙ্গলে থাকা অধিকাংশ বাসিন্দাদের পর্যটকদের উপস্থিতির উপরই রুজিরুটি চলে। সপ্তাহে একদিন যদি পর্যটকদের আসা বন্ধ হয় তাহলে এখানে পর্যটন শিল্পে ধাক্কা লাগতে পারে।

বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডাইরেক্টর অপূর্ব সেন বলেন, ১ এপ্রিল থেকে প্রত্যেক মঙ্গলবার পর্যটকদের প্রকল্প এলাকায় যাতায়াত বন্ধ থাকবে। এইদিন ওয়াচ টাওয়ারগুলি সাফাই করবেন বনকর্মীরা। এছাড়া সপ্তাহে ভিড় কম থাকলে তা বন্যপ্রাণীদের নির্বিঘ্নে বিচরণের ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে। তিনি আরও জানান, ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির নির্দেশ মেনে দেশের অন্যান্য সাফারির মত বক্সা জঙ্গলেও প্রতি মঙ্গলবার করে সাফারি সহ পর্যটকদের জঙ্গলে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এছাড়া বক্সা জঙ্গলের প্রায় ২০০ হেক্টর এলাকায় বাইসন ও হরিণের খাবারের উপযোগী ঘাস লাগানো হয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী অন্নপূর্ণা পূজা বিখ্যাত আইনজীবী জয়দীপ মুখার্জির বাড়িতে

পার্থ নিয়োগী: বাংলার আদি দুর্গাপূজা যা অন্নপূর্ণা নামে পরিচিত। বাংলা বছরের শেষ মাসে বসন্তের শেষ মুহূর্তে হয়ে থাকে মা অন্নপূর্ণার পূজা। হুগলির চুঁচুড়ার রায়বাজারের সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী তথা অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এইড ফোরামের সম্পাদক জয়দীপ মুখার্জির বাড়ির অন্নপূর্ণা পূজা অন্যতম ঐতিহ্যবাহী এক পূজা। এই পূজার সূচনা করেন জয়দীপবাবুর ঠাকুমা প্রয়াত কমলারানি মুখার্জি, পরবর্তীকালে এই পূজাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন জয়দীপবাবুর মাতামহী প্রয়াত শেফালিকা সরকার সহ জয়দীপবাবুর প্রয়াত পিতা শৈলেন্দ্র নাথ মুখার্জি ও মাতা প্রয়াত শ্রীমতী মলয়া মুখার্জি। এবছর এই অন্নপূর্ণা পূজা ৮৫ বছরে পদার্পণ করল। ৯ দিন ধরে হওয়া এই পূজাতে সারা

ভারতবর্ষের বহু বিশিষ্ট মানুষরা উপস্থিত থাকেন। বিভিন্ন সময়ে এই পূজাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত সহ সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিরা এসে উপস্থিত হন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার নিমন্ত্রণ থাকে এই পূজাতে। এই বৎসরে এই পূজার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীমতী অনিন্দিতা রায় সরস্বতী সহ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ দণ্ডস্বামী সহ অন্যান্য মঠ মিশনের সাধু সন্ন্যাসীগণ ও হাইকোর্টের ও সুপ্রিমকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবীরা ও স্থানীয় পুরসভার চেয়ারম্যান সহ বিশিষ্ট মানুষ। এই পূজাতে মহাষ্টমীর দিন এ বৎসর ২৯ মার্চ বুধবার প্রতি বৎসরের ন্যায় প্রায় ১৮ থেকে ২০ হাজার মানুষ ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করবেন। এলাকার মানুষদের এই পূজা নিয়ে উদ্দিপনা উৎসাহ দেখা যায়। মুখার্জি পরিবারের পক্ষ থেকে সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী জয়দীপ মুখার্জি রাজ্য ও দেশের প্রতিটি মানুষকে চৈত্র নবরাত্রি বাসন্তী পূজা ও অন্নপূর্ণা পূজার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

যক্ষ্মা মোকাবিলায় উৎকৃষ্ট অবদানের জন্য পুরস্কৃত আলিপুরদুয়ার জেলা

আলিপুরদুয়ার: কেন্দ্রের পুরস্কার এল আলিপুরদুয়ারের ঝুলিতে। যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরকে পুরস্কৃত করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। যক্ষ্মা মুক্ত ভারতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য গোল্ড ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার পেয়েছে জেলা প্রশাসন। জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে বিভিন্ন সময় নানা অভিযোগ উঠেছে। এসবের মাঝে কেন্দ্রের এই পুরস্কার স্বাস্থ্য কর্মীদের মনোবল বাড়াবে বলে মনে করছেন অনেকে।

২০১৫ সালে আলিপুরদুয়ার জেলায় যক্ষ্মার কি পরিস্থিতি ছিল এবং ২০২২ সালে কি পরিস্থিতি রয়েছে- তার ওপর ভিত্তি করেই পুরস্কার দিয়েছে কেন্দ্র। মাস দুয়েক আগে একটি কেন্দ্রীয় দল আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন ব্লকের পাঁচটি গ্রামে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে কি কাজ হচ্ছে, তা নিয়ে সমীক্ষা চালায়। আলিপুরদুয়ার ১ ব্লকের শিমলাবাড়ি, আলিপুরদুয়ার ২ ব্লকের শোভাগঞ্জ, কালচিনি ব্লকের মালঙ্গি, ফালাকাটা ব্লকের দেওগাঁও এবং কুমারগ্রাম ব্লকের লালচাঁদপুর গ্রামে এই সমীক্ষা করা হয়। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী ২০১৫ সালের তুলনায় ২০২২ সালে জেলায় যক্ষ্মার প্রকোপ প্রায় ২২ শতাংশ কমানো সম্ভব হয়েছে। এই বিষয়ে জেলার ভারপ্রাপ্ত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, যক্ষ্মা প্রতিরোধে বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।রাজ্যে তিনটি জেলা এই পুরস্কার পেয়েছে। তার মধ্যে আলিপুরদুয়ার অন্যতম। তিনি বলেন, এই কয়েক বছরে জেলায় যক্ষ্মা রোগ পরিসংখ্যা যেমন বেড়েছে তেমনি আবার যক্ষ্মা আক্রান্তের সংখ্যাও কমেছে।

কোচবিহার পুরসভার উদ্বৃত্ত বাজেট পেশ রবির

দেবাশীষ চক্রবর্তী: গত ২৯ মার্চ ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের কোচবিহার পুরসভার বাজেট পেশ করেন পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। বাজেটে আগামী অর্থবর্ষে পুরসভার খরচ ধরা হয়েছে ১১৭ কোটি ১৯ লক্ষ ১৮ হাজার ২২০ টাকা। আয় হবে পুরসভার ১৩৪ কোটি ২৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ৮৪২ টাকা। ১৭ কোটি ৭ লক্ষ ৭৭ হাজার ৬২২ টাকা পুরসভার হাতে থেকে যাবে উদ্বৃত হিসেবে। এদিন বাজেট পেশের পর বোর্ড মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ড মিটিং শেষে রবিবাবু সাংবাদিক সম্মেলন করে বাজেট নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরার পাশাপাশি আগামী এক বছরের পরিকল্পনার কথাও জানান। জঞ্জাল ও নর্দমা সাফাইয়ে আগামী আর্থিক বছরে বিশেষ জোর দেওয়া হবে।

পুরপতি বলেন, এবারের বাজেটে শহরের পরিষেবা ক্ষেত্রের খরচ বাড়ানো হয়েছে। শহরের ১৩ টি নর্দমা তৈরি করতে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা খরচ ধরা হয়েছে। এর পাশাপাশি শহরের ছোট পার্কগুলো সেজে উঠবে তারসাথে কিছু দিঘির সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন হবে। জলপ্রকল্পে অতিরিক্ত ১১ কোটি টাকা খরচ হবে। আরও সাত হাজার বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হবে। ৩৯ কিলোমিটার পাইপ লাইন বসবে এবং তোর্ষার জলের লাইন আরও গভীরে নিয়ে যাওয়া হবে।

শহরে বিভিন্ন প্রান্তে ফল, ফুল সহ বিভিন্ন প্রকারের ২০ লক্ষ টাকার গাছ লাগানো হবে। শহরের বেশকিছু ছোট রাস্তা পেভার্স ব্লক দিয়ে করা হবে। শহরের হরিশপাল চৌপথি এলাকায় লন্ডন টাওয়ার তৈরি করে সেখানে ঘড়ি বসানো হবে। একইসাথে এমইডি ৭৬ কোটি টাকায় আধুনিক নর্দমা তৈরি করবে। এটা অবশ্য বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। পুরপতি বলেন,

অবসরপ্রাপ্তদের ১০ কোটি টাকা গ্র্যাচুইটি বকেয়া রয়েছে। এক বছরের মধ্যে যা আরও ৩ কোটি টাকা বাড়বে। তাদের পেনশন দিতে হবে। ফলে হাতে কোন টাকা থাকবে না। পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, 'হেরিটেজ ঘোষণা হতে চলেছে কোচবিহার শহর। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ হবে। পরিষেবা সবদিক দিয়ে বাড়বে। হেরিটেজের জন্যও আলাদা করে প্রশাসন কাজ করছে। সব মিলিয়ে এক বছরের মধ্যে শহরের চেহারা আরও ভালো হবে'।

সম্পাদকীয়

অশনি সংকেত

সদ্য শেষ হোল মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। সেইসাথে উৎকণ্ঠা মুক্ত হল কয়েক লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী। তবুও রয়ে গেল ভয়ানক উৎকণ্ঠা। তবে এ উৎকণ্ঠা ছাত্র- ছাত্রী বা তাদের অভিভাবকদের নয়। এই উৎকণ্ঠা আমাদের সমাজের। আরও বলতে গেলে আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য এই উৎকণ্ঠা। নকল করতে না দেবার প্রতিবাদে মালদার রাস্তায় নকলের চিরকুট ফেলে ছাত্র,অভিভাবকদের বিক্ষোভ। এখানেই শেষ নয়। রতুয়া হাই মাদ্রাসাতে সিট পড়েছিল বিএসবি হাইস্কুলের। পরীক্ষায় নকল করতে দেওয়া হয়নি বলে হাই মাদ্রাসাতে তান্ডব চালায় বিএসবি হাইস্কুলের কতিপয় ছাত্র। এমনকি অফিস রুমে ঢুকে প্রধান শিক্ষক ও সহ শিক্ষকদেরও মারধর করা হয়। ঠিক একই দাবিতে মালদার মোথাবাড়ি হাইস্কুলেও ভাঙচুর চালায় কিছু ছাত্র। এর আগেও আমরা দেখেছি বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের অনলাইনে পরীক্ষা দেবার জন্য আন্দোলন। মনে রাখতে হবে এবছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা কোভিডের জন্য জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক দিতে পারেনি কোভিডের কারণে। স্বাভাবিকভাবেই কোভিড পরবর্তী সময়ে পড়ুয়ারা অনলাইন,মোবাইল মাধ্যমে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে পড়াশোনার জন্য। আবার রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারির যে ছবি উঠে আসছে তা সত্যিই চিন্তার। এভাবে চললে ছাত্র-শিক্ষকের পবিত্র সম্পর্কে খারাপ প্রভাব পড়বে। আর এর বৃহৎ প্রভাবে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় ভয়ানক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হবে। তাই এখনই শিক্ষার এই ফাঁক ফাটল মেরামতে নজর দিতে হবে। কেননা শিক্ষাই যে জাতির মেরুদন্ড।

কবিতা

শ্রাবণ মেঘের তলে

....রাম কুমার বর্মন

অথৈ সমুদ্রে ডুবতে থাকা, আমি এক খড় কুটো,
মৃত্যু খুঁজি কালের কণ্ঠে, রোদ খুঁজি এক মুঠো।
অবিদিত ভাগ্য পরিহাসে, ভাঙলো সাধের ঘর,
নরম হৃদয়ে তপ্ত বালুচরে, পুড়ে হলাম ছার খার।
সময় কাটে ব্যাথার শোকে, বুকে হাজার চিড়,
আঁধার ঘন হিমেল হাওয়ায়, স্বপ্নরা করে ভিড়।
রাম ধনুতে লুকাই ক্ষত, শ্রাবন মেঘের তলে,
শরীর জুড়ে বিষের প্লাবন, ভুলি চোখের জলে।
উদ্ভ্রান্ত, ক্লান্ত আমি, ঘুমের সাথে আড়ি,
তীব্র আগুনে অন্তর পোড়ায়, আঘাতের মহামারী।
কষ্ট গুলো সব বাক্স বন্দি,ধূসর স্মৃতির ভিড়ে,
ভাঙ্গা বুকে অবক্ষয় কেবল, প্লাবন আসে ফিরে।
আকাশ টা ও পর হয়েছে, নীরব স্রোতের বাঁকে,
ধ্বংস লীলায় মত্ত আমি, টুকরো স্মৃতির ঝাঁকে।
চোখের ভাঁজে মৃত্যু লেখা, মন পবনের হাটে,
লিখতে থাকা শত ব্যাথা, আর্তনাদে সময় কাটে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা ঃ দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক ঃ বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী, পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার
ডিজাইনার ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

আহা ! সম্পদ

... সোমালি বোস

শিবরাত্রীর সলতে মনে করে যাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচা শুরু করেছিল রিনাদেবী আজ সেইই বুঝিয়ে দিল এ জীবনে কোন কিছুই চিরন্তন নয়। কেউই কারোর নয়। নিঃসন্তান দম্পতি রিনাদেবী ও অরুনবাবু অনেক ভাবনা-চিন্তা করে সর্বসম্মতিক্রমে বাড়ীর পুরোনো ভৃত্য ঝন্টুর মাতৃহারা ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়েছিল লেখাপড়া করে নিজ সন্তানজ্ঞানে। ঝন্টুও চোখের সামনে নিজের পুত্রের এত যত্নআত্তি দেখেছিল আপ্লুত। এভাবেই দিনগুলি বেশ কেটে যাচ্ছিল ওদের সকলের। রিনাদেবী আদর করে ছেলেকে সোনা নামে ডাকলেও বিদ্যালয়ে নাম দিয়েছিলেন সম্পদ মজুমদার। নিজ পদবিতেই ভূষিত করেছিলেন মজুমদার দম্পতি ঝন্টুর ছেলেকে। আত্মীয় পড়শি সত্যটা জানলেও অপরিচিত মহলে সকলের কাছে সম্পদের পরিচিতি ছিল মজুমদার দম্পতির একমাত্র সন্তান হিসেবেই। ঝন্টুও এতে খুশিই ছিল। রিনাদেবী তার ছেলের এতটাই পরিচর্যা করতেন যে সম্পদের চেহেরা ছবি শুধু নয় আচার আচরণেও চলে এসেছিল আমূল পরিবর্তন যা সত্যিই হার মানাত অভিজাত ঘরানার যেকোন ছেলেমেয়েদেরও। নামী-দামী স্কুলে প্রথম থেকেই ভর্তি করেছিলেন রিনাদেবী তার প্রিয় সন্তানকে। আত্মীয় মহলে এ নিয়ে বরাবরই গুঞ্জন হতো, কিন্তু রিনাদেবী কখনই কর্ণপাত করেননি ওতে। যদিও সম্পদ লেখাপড়ায় বিশেষ ভালো ছিল না কিন্তু রিনাদেবী বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকার সাহায্যে জমানো পুঁজি খরচ করে ভালো কলেজ থেকে ছেলেকে এমবিএ পাশ করিয়ে আনলেন। এরপর ছেলের বাড়িতে থেকে পরিবারের কাছে থেকে কোনো চাকরি ভালো লাগলো না। সবার অমতে সম্পদ চললো ব্যাঙ্গালোরে ভালো কর্মসূত্রে। ঝন্টু পথ আগলে কত বোঝালো মালিক-মালকিনের অনেক বয়স হয়েছে বাবা, তুই ওদের ছেড়ে যাসনে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। সম্পদ চলে গেল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। রিনাদেবী ও অরুনবাবু পথ চেয়ে বসে রইলেন। ঝন্টু ছেলের অকৃতজ্ঞতায় নিজেকে ক্ষমা করতে পারল না। ধীরে ধীরে বৃদ্ধ ঝন্টু নানা রোগাক্রান্ত হতে লাগলো। অবসরপ্রাপ্ত অরুনবাবু সীমিত পেনশনের টাকায় ঝন্টুকে রোগমুক্ত করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু না ঝন্টুর বেঁচে থাকারই ইচ্ছে নেই। অনুতপ্ত ঝন্টু এখন আর মালিক-মালকিনের সামনেই আসতে চায় না লজ্জায়। সম্পদ প্রথম প্রথম রিনাদেবীর সাথে ফোনে যোগাযোগ রাখলেও আজকাল আর ফোনও ধরতে চায় না। বিরক্ত হয়। রিনাদেবী ঝন্টুর অসুস্থতার কথা জানিয়েছিলেন সম্পদকে, বারবার অনুরোধ করেছিলেন জন্মদাতা পিতাকে এসে দেখে যেতে, ছেলে উত্তরে জানিয়েছে এখন সময় নেই সাথে এও বলেছে এগুলো বার্ধক্যজনিত রোগ এখন হবেই। ছেলের জবাব শুনে রিনাদেবী একাকী খুব কান্নাকাটি করলেও অরুনবাবু বা ঝন্টু কাউকেই এসব জানাননি। আজকাল মজুমদার বাড়ির মানুষগুলোর মুখে হাসিও নেই, জিভে স্বাদও নেই। এদিকে ঝন্টু ধীরে ধীরে ওষুধ পথ্য সবই খাওয়া ছেড়ে দিল। এরপর বৃদ্ধ মজুমদার দম্পতি চিকিৎসকের পরামর্শে ঝন্টুকে হসপিটালে ভর্তি করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু প্রথম রাত্রিও পার হলো না ঝন্টু ইহলোক ত্যাগ করলো। রিনাদেবী অনেক চেষ্টা করেও সম্পদের সাথে যোগাযোগ করতে পারলেন না। বৃদ্ধ অরুনবাবু পাড়া-পড়শির সাহায্য নিয়ে দাহকার্য সারলেন। সকলের পরামর্শমতো অরুনবাবু মন্দিরে ঝন্টুর পারলৌকিক ক্রিয়াও সারলেন, কিন্তু ছেলে এলো না। এসবের মধ্যেই মজুমদার দম্পতি পুরোনো ও ভবিষ্যৎ নানান কথা ভেবে মানসিক ও শারীরিকভাবে খুবই ভেঙে পড়তে লাগলেন। এতোবড় বাড়িতে দুটো মানুষ কেবলই পথ চেয়ে বসে থাকেন বৃথা আশায় যদি সম্পদ ফিরে আসে। রিনাদেবী মোবাইল বেজে উঠলেই ছুটে আসেন যদি ছেলের ফোন হয়, কিন্তু না সবই ভ্রম। একদিন ভোরবেলা বাথরুম যাবার মুহূর্তে অরুনবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রিনাদেবী পাড়ার ছেলেদের সাহায্য নিয়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন, সব দেখে-শুনে পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু জানালেন সব শেষ হয়ে গেছে। ক্রন্দনরত রিনাদেবী ছেলেকে ডেকে পাঠাতে উদ্যত হলেন কিন্তু না আজও সম্পদ মায়ের ফোন ধরল না। অরুনবাবুর বন্ধুরাই দাহকার্য করলেন। একে একে দিন পার হল একাকী রিনাদেবী স্বামীর শ্রাদ্ধশান্তি ক্রিয়া সারলেন। একে একে শ্মশান যাত্রীরা ফিরে যাবার পর, হঠাৎই রিনাদেবীর ফোন বেজে উঠল, ওপার থেকে সম্পদ বলতে লাগল মা আমি বিয়ে করবো তাই একটি ফ্ল্যাট দেখেছি, তোমরা এতোবড় বাড়ি দিয়ে কি করবে, বাড়ির অর্ধেকটা বিক্রি করে আমায় টাকা পাঠাও, আমার ফ্ল্যাট বুকিংয়ে লাগবে। রিনাদেবীর হাত থেকে মোবাইলটা মেঝেতে ঝপ করে পড়ে গেল, আর রিনাদেবী উদাত্ত গলায় চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন সত্যি এরাই কি বৃদ্ধ পিতামাতার "সম্পদ"!

রক্তে ইউরিক অ্যাসিড বেশি থাকলে কি কি খাবার এড়িয়ে চলবেন ?

1. খাদ্য তালিকায় প্রোটিনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করুন। রেড মিট যেমনঃ গরু, খাসি, ভেড়া, মহিষের মাংস খাবেন না।
2. অর্গান জাতীয় খাবার যেমনঃ কলিজা, মগজ, জিহ্বা পরিহার করুন।
3. খোসাযুক্ত প্রাণী যেমনঃ চিংড়ি, কাঁকড়া সাথে সামুদ্রিক মাছ এড়িয়ে চলুন।

4. মসুর ডাল, বাদাম, মটরশুঁটি, সীমের বীজ এড়িয়ে চলবেন।
5. কিছু কিছু শাকসবজি যেমন-পালংশাক, পুইশাক, ফুলকপি ব্রোকলি, ঢেঁড়স এছাড়া মাশরুমও খাওয়া যাবে না।
6. কৃত্রিম রং, চিনি বা কর্ন সিরাপ দেওয়া খাবার খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিন।
7. অ্যালকোহল,ক্যাফেইন জাতীয় খাবার, কোমল পানীয় খাবেন না।
8. মিষ্টি ফলে ফ্রুকটোজ থাকে যা ইউরিক অ্যাসিডের স্ফটিকের সাথে যুক্ত হয়ে স্ফটিককে বড় করে দেয়। কাজেই মিষ্টি ফল না খাওয়া বা এড়িয়ে চলাই ভালো।
9. জ্যাম, জেলী, পেস্ট্রী, বার্গার খাবেন না।
10. আচার, চানাচুর এড়িয়ে চলুন।

(পূর্বোত্তরের জন্য লিখেছেন ডাক্তার অজয় মন্ডল)

১৯ নম্বর ওয়ার্ডে চক্ষু পরীক্ষা শিবির

পার্থ নিয়োগী: গত ২৫ মার্চ কোচবিহার পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের ঠাকুর পঞ্চানন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির হল। 'চোখের আলো' প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে এই শিবিরে এলাকায় প্রায় ১৫০ জন রোগী তাঁদের চোখ পরীক্ষা করান। এছাড়া আরও প্রায় ১০০ জন রোগী তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়েছেন। তিনজন চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন এদিনের এই শিবিরে। স্থানীয় কাউন্সিলার অভিজিৎ মজুমদার বলেছেন, 'মোট আড়াইশোরও বেশি রোগী এদিনের শিবিরে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে ৭০ জনকে চশমা দেওয়া হয়েছে। যে ২৫ জনের চোখে ছানি ধরা পড়েছে। তাঁদের আগামীতে অস্ত্রোপচার করা হবে।'

সমাজসেবী হরিদাস বর্মার স্মরণসভা

পার্থ নিয়োগী: গত ২৭ মার্চ অনুষ্ঠিত হল মানসাইয়ের বিশিষ্ট সমাজসেবী হরিদাস বর্মার স্মরণসভা। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি মানসাইয়ের চন্ডীরপাট বাজার এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী হরিদাস বর্মা নিজের বাসভবনে ১০০ বছর বয়সে প্রয়াত হন। এলাকার তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ মানুষ ও তাঁর আত্মীয় পরিজন মিলে তাঁর বাসভবনে এই স্মরণসভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এলাকার উন্নয়নে হরিদাস বর্মার ভূমিকা অবিস্মরণীয়। এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় তারপর জুনিয়র হাইস্কুল খোলার ব্যাপারে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। বর্তমানে এই স্কুলটি মানসাই হাইস্কুল নামে পরিচিত। দীর্ঘদিন এই স্কুলের পরিচালন সমিতির সম্পাদকের পদ তিনি নিষ্ঠার সাথে সামলেছেন। এলাকার মানুষের সুবিধার জন্য এবং কর্মসংস্থানের জন্য তিনি নিজে জমি দান করে চন্ডীরপাটে দৈনিক বাজার বসান। এদিন তাঁর স্মরণসভায় আসা মানুষেরা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন।

বই রিভিউ: বিরহের জয়লাভের কথা বলে ‘ তবু বিরহ জিতে গেল’

পার্থ নিয়োগী: আনন্দে থাকাটাই বেশিরভাগ মানুষের লক্ষ। হ্যা কবিরাও এর ব্যাতিক্রম নয়। কারন তারাও রক্তে মাংসে একজন মানুষ। হয়ত বা অনেকেই বলবে দুঃখের মধ্যেই কবিতা আসে বেশি। কিন্তু তাই বলে কোন কবিই সবসময় দুঃখে ডুবে থাকতে চাইবেনা। আর তাই সুখ, দুঃখ, বিরহ,আশা, নিরাশার মত আবেগ নিয়েই হয়ে ওঠে কবিতা। মনামী সরকার কোচবিহারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব। সংসার,ব্যাক্তিগত কর্মজীবন ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের ব্যস্ততার জীবনের ফাঁকেও তাঁর আছে এক নিজস্ব ভাবনার জগৎ। সেটাও খুব সুন্দরভাবে লালন করে এসেছেন তিনি। আর তাই কবি হিসেবে পেলাম আমরা তাকে। সম্প্রতি প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ তবু বিরহ জিতে গেল’। প্রথম কবিতা হেমন্তের জার্নালে তিনি লিখেছেন ‘ কান পাতলে আজও শোনা যায় কত ব্যার্থ প্রেমের গল্প/চাষিরা ফসল কেটে ঘরে তোলে/ রিক্ত পড়ে থাকে জমি’। এপ্রেমের ব্যার্থতা শুধু মানব-মানবীর নয়। কৃষকের চাষের জমির ফসলের মধ্যেও গড়ে ওঠে প্রেম। কিন্তু হেমন্তে ফসল তুলে ফেলার পর সেই শূন্য মাঠও যে ব্যার্থ প্রেমের কথা বলে তা অসাধারন উপলব্ধি কবির। পূর্ণিমার চাঁদের উপর ঘনিয়ে আসতে দেখেছে গ্রহণ কে কবি। এমনি কিছু লাইনের মধ্যে দিয়ে জীবনের অন্ধকার সময়ের কথাও তিনি মনে রাখতে চেয়েছেন। কারন আলো অন্ধকার দুই নিয়েই জীবন। ভালোবাসলে ছাড়তে জানতে হয়। তাঁর ‘ত্যাগ’ কবিতার এই লাইনটি মনে করিয়ে দেয় জীবনের চিরন্তন সত্যকে যে ভালোবাসা মানে ত্যাগও। যেমন মানুষকে ভালোবেসে সংসার ত্যাগ করে কৃচ্ছসাধন কে পথ হিসেবে নিয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধ। কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়বে সব জানি/ খুঁজে দেখো তবু ওখানে হৃদয়ের ফসিল ঠিক খুঁজে পাবে। কি অসাধারন কথা এই লাইনের মধ্যে দিয়ে বুঝিয়েছেন তিনি সারসত্য । আসলে সব কিছু ইতিহাস হয়ে গেলেও

ফসিলের মত বর্তমানের স্মৃতিতে থেকে যায়। এখন আমার কষ্ট আর কষ্ট হয়না, নেই কোন যন্ত্রনা। ‘ভালো আছি আমি’ কবিতার এই লাইনে কি সুন্দর বলেছেন কবি তাঁর উপলব্ধির কথা। আসলে কষ্ট,যন্ত্রনা সবই আমাদের জীবনের মাঝে থাকে। আর তারমধ্যে দিয়ে চলতে চলতে কষ্টকে জয় করে নিলে আর থাকেনা কোন যন্ত্রনা। আর সেই ইতিবাচক মানসিকতার প্রতিফলন প্রথম কাব্যগ্রন্থে দেখিয়ে নিজের মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন কবি মনামী সরকার। অবক্ষয় কবিতায় মনুষ্যত্বের প্রতিনিয়ত অবক্ষয় তাকে লিখতে বাধ্য করেছে ‘ আকাশে,বাতাসে,সমুদ্রে,নদীতে, পথে প্রান্তরে / এখনও আলোছায়া দেখি’। এই অবক্ষয়ের ভাবনাতেই তিনি যেন দেখতে পেয়েছেন বিরহের জয়লাভের চিহ্ন। সবুজ ঘাসে রক্তের ছিটে/ রাজা উজির সবাই একা/প্রেমের ভান্ড পূর্ণ ছিল/ তবুও বিরহ জিতে গেল। কি চমৎকার লেখনী। সত্যিই তো প্রেম,ভালোবাসা সবই ছিল আমাদের। তারপরেও আমরা হিংসা কে হিংসা কে বেছে নিয়েছি। তাই প্রেমের জয়লাভের কথা থাকলেও শেষে বিরহই জিতে যায়। সেথেকেই তাঁর এই কবিতার নাম ‘তবু বিরহ জিতে গেল’। তবে কেবল এই কবিতাটির জন্য কাব্যগ্রন্থের নাম হয়েছে ‘তবু বিরহ জিতে গেল’ এটা ভাবলে চরম ভুল হবে। এই যেমন ‘প্রেম’ শীর্ষক কবিতায় ‘ বিরহিনী রাধারানী স্বেচ্ছায় বেছে নেয় কলঙ্ক/ সব প্রেমিকার ভেতরেই লুকিয়ে থাকে একটা মা/ যে বিনা শর্তে ক্ষমা করে দিতে জানে’। কি চমৎকার ভাবে বিরহের জয়লাভের কথাই বলে দেয়। তাই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম করনের পেছনে এক গভীর উপলব্ধিবোধ কাজ করেছে সেটা প্রমাণ করে দেয় ‘ তবু বিরহ জিতে গেল’ এর এক ডজন কবিতা। আসলে জীবনের আমাদের সবচেয়ে বড় শিক্ষক আমাদের মা-বাবা। আর সেই মানসিকতার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন কবি মনামী সরকার নিজের প্রথম কাব্যগ্রন্থ মা-বাবাকে উৎসর্গ করার মধ্যে দিয়ে। আলো পৃথিবী থেকে প্রকাশিত এই কাব্যগ্রন্থের মৌমিতা পালের প্রচ্ছদ ভাবনাটির মধ্যেও আছে গভীরতার ছাপ।

দ্বাবিংশ নাট্যমেলা অনুষ্ঠিত হল কোচবিহারে

দেবাশীষ চক্রবর্তী: পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির দ্বাবিংশ নাট্যমেলা গত ১০ থেকে ১৫ মার্চ অনুষ্ঠিত হল কোচবিহার রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে। ১০ মার্চ বিকেলে উদ্বোধন হয় এই নাট্যমেলার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়না গুহ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের সভাপতি তথা কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, নাট্যব্যাক্তিত্ব দীপায়ন ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। ছয়দিনের এই নাট্যমেলায় উত্তরবঙ্গের ১৪ টি নাট্যদল অংশ নেয়। তপন সাহা নির্দেশিত আলিপুরদুয়ার সংঘশ্রী যুব নাট্যসংস্থার নাটক ‘কুসুমপুরের কইন্যা’ প্রথম নাটক হিসেবে মঞ্চস্থ হয়। এরপর মঞ্চস্থ হয় হয় ডুয়ার্স নাট্যকথার ‘হঠাৎ’ ও শিলিগুড়ির বলাকার ‘পরিবর্তন’। দ্বিতীয়দিনে মঞ্চস্থ নাটকগুলি হল জলপাইগু ড়ি দর্পণের ‘তিনকন্যা’ মধ্য কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপের ‘সলিউশন’ এবং বিবেকানন্দ

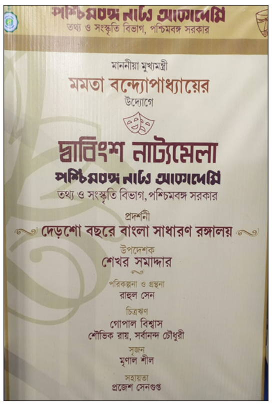

নাট্যচক্রের ‘এসো নাটক শিখি’। ১২ মার্চ একটিমাত্র নাটক মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি ছিল কোচবিহার কম্পাসের ‘দেওয়ান গাজীর কিসসা’। ১৩ তারিখ মঞ্চস্থ হয় জলপাইগুড়ি উদীচীর ‘অজ্ঞাত আততায়ী’। ১৪ মার্চ তিনটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রথমে মঞ্চস্থ হয় জলপাইগুড়ি অনামী থিয়েটার সেন্টারের ‘হারানো প্রাপ্তি’। এরপর যান্ত্রিক নাট্যগোষ্ঠী কালিয়াগঞ্জ মঞ্চস্থ করে ‘খেলা’। এদিনের শেষ নাটক হিসেবে মঞ্চস্থ হয় জলপাইগুড়ি উজানের ‘যুদ্ধ সন্ধ্যায় একাকিনী’। শেষদিনেও মঞ্চস্থ হয় তিনটি নাটক। জলপাইগুড়ি অনুভবের ‘স্বপ্নের সারথি’ প্রথমে মঞ্চস্থ হয়। এরপর মাথাভাঙা গিলোটিনের ‘মহাবিদ্যা’ মঞ্চস্থ হয়। নাট্যমেলার শেষ নাটক ছিল কোচবিহার মৃত্তিকার ‘নীরা’। এরপর বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সদস্য স্নেহাশীষ চৌধুরী ও কোচবিহার সম্মিলিত নাট্যকর্মী মঞ্চের সম্পাদক বিদ্যুৎ পাল। সবশেষে সমাপ্তি ভাষণে কোচবিহার জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক প্রণব দে সফলভাবে এই নাট্যমেলা অনুষ্ঠিত হবার জন্য কোচবিহারের নাট্যপ্রেমী সকল মানুষদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এই নাট্যমেলা উপলক্ষে রবীন্দ্র ভবন চত্বরে ‘দেড়শো বছরে বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়’ শীর্ষক অসাধারণ এক প্রদর্শনী সকলের মন জয় করে নেয়।

জমজমাট মৃত্তিকার নাট্যোৎসব

পার্থ নিয়োগী: সম্প্রতি মাথাভাঙা নজরুল সদনে অনুষ্ঠিত হল মৃত্তিকা আয়োজিত দুইদিনের নাট্যোৎসব। সহযোগিতায় ছিল পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি। উদ্বোধন করেন মাথাভাঙার মহকুমাশাসক অচিন্ত্য কুমার হাজরা। উপস্থিত ছিলেন মাথাভাঙা পুরসভার পুরপতি লক্ষপতি প্রামাণিক, অধ্যাপক ও কবি নিখিলেশ রায়, অধ্যাপক ভগীরথ দাস, রঞ্জন রায়, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সদস্য স্নেহাশিস চৌধুরি, নাট্য ব্যাক্তিত্ব বিদ্যুৎ পাল ও মাথাভাঙা স্বারস্বত উৎসব কমিটির সম্পাদক জটাধর চক্রবর্তী। জলপাইগুড়ির মুক্তাঙ্গনের রাজবংশী ভাষার নাটক ‘দ্রোহ’ উৎসবের প্রথম নাটক হিসেবে মঞ্চস্থ হয়। অর্নব মুখোপাধ্যায় রচিত এই নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন রীনা ভারতী।

এরপর ছিল মনোজ মিত্র রচিত ও নারায়ণ সাহা নির্দেশিত মাথাভাঙা গিলোটিনের নবতম প্রযোজনা নাটক ‘মহাবিদ্যা’। দ্বিতীয়দিনে মঞ্চস্থ দুটি নাটকই ছিল কলকাতার বালিগঞ্জের দুটি নাট্যদলের নাটক। প্রথমটি ছিল বালিগঞ্জ স্বপ্নসূচনার ‘কন্ট্রাক্ট কিলার’। সম্পাদনা ও নির্দেশনায় ছিলেন অতনু সরকার। সবশেষে মঞ্চস্থ হয় অরিন্দম সেনগুপ্ত রচিত, স্বপন বিশ্বাসের সম্পাদনা ও নির্দেশনায় বালিগঞ্জ ব্রাত্যজনের নবতম প্রযোজনা ‘দহনকাল’। আয়োজক নাট্যদল মৃত্তিকার তরফে ব্যাবস্থাপনা ছিল প্রশংসাযোগ্য। আর এর জন্য মাথাভাঙার সকল নাট্যপ্রেমী মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান মৃত্তিকার পরিচালক তথা নাট্যব্যাক্তিত্ব দেবলীনা বিশ্বাস।

জাতীয় মূকাভিনয় উৎসবে কোচবিহারের স্বাগত

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহারের জনপ্রিয় মূকাভিনয় শিল্পী হিসেবে স্বাগত পাল এক অতি পরিচিত নাম। ছায়ানীড় সংস্থার মধ্যে দিয়ে কোচবিহারে মূকাভিনয় শিল্পের প্রসারে তিনি নিয়মিত কাজ করে চলেছেন। রাজ্য, দেশ এমনকি বাংলাদেশেও তিনি মূকাভিনয় প্রদর্শন করে এসেছেন। এবার তাঁর পালকে জুটল আরেকটি নতুন পালক। ইন্ডিয়ান মাইম থিয়েটারের উদ্যোগে গত ২৪-৩০ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত জাতীয় মূকাভিনয় উৎসবে কোচবিহার থেকে একমাত্র মূকাভিনয় শিল্পী হিসেবে তিনি যোগদান করেন। কলকাতার ন্যাশনাল মাইম ইন্সটিটিউটের এর

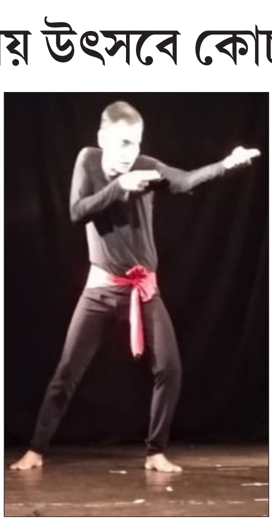

অডিটেরিয়ামে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের সূচনা করেন পদ্মশ্রী নিরঞ্জন গোস্বামী। এই মূকাভিনয় উৎসবে এই কয়দিন ধরে কর্মশালা, সেমিনার এবং মূকাভিনয় প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৮ মার্চ সন্ধ্যায় স্বাগত পাল মূকাভিনয় ‘যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক’ পরিবেশন করেন। যথেষ্ট সমাদৃত হত তাঁর এই মূকাভিনয়ের অনুষ্ঠান। এই প্রসঙ্গে স্বাগত পাল বলেন ‘জাতীয় মূকাভিনয় উৎসবে অংশ নিতে পেরে আমি খুব আনন্দিত, এই ভেবে যে সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মূকাভিনয় শিল্পীদের সাথে আমি পরিচিত হতে পেরে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছি। যা আগামীতে আমায় অনেক সাহায্য করবে’।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড.মানস কুমার সান্যাল উদ্বোধন করলেন ‘ঘুমের জন্মদিন’ কাব্যগ্রন্থ

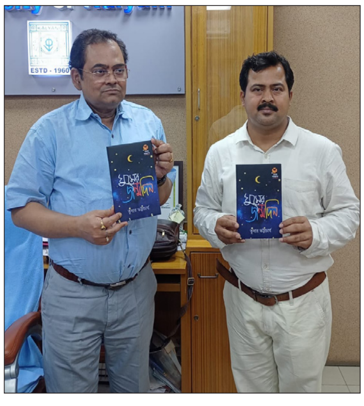

উপাচার্যের কার্যালয়ে সোমবার সন্ধ্যায় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মানস কুমার সান্যাল ও উদার আকাশ প্রকাশক ফারুক আহমেদ উদ্বোধন করলেন কবি তুষার ভট্টাচার্যের কাব্যগ্রন্থ ‘ঘুমের জন্মদিন’। উদার আকাশ প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী প্রকাশক ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের গবেষক ফারুক আহমেদ বলেন, এদিন উদার আকাশ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের প্রশংসা করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মানস কুমার সান্যাল।

কবি তুষার ভট্টাচার্যের জন্ম ১৭ জুলাই ১৯৬২ সালে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। দীর্ঘদিন ধরে কবিতা লেখেন। দেশ, সানন্দা, কৃত্তিবাস, পরিচয়, বিভাব, অনুস্টুপ, উদার আকাশ, মাসিক কৃত্তিবাস, নন্দন, কবি সম্মেলন সহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কবির কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। সিগনেট প্রেস (আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা) থেকে প্রকাশিত হয়েছে দুটি কাব্যগ্রন্থ: রৌদ্র চিঠি এবং মেঘ পাখি। সম্পূর্ণ আত্মপ্রচারহীন, নির্জনতা বিলাসী কবির কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায় আশ্চর্য মাটির গন্ধ। ব্যক্তি জীবনের ব্যর্থতা, হতাশা, বেদনার কথা যেমন ব্যক্ত হয়েছে তার কবিতায় তেমনই জীবন সম্পর্কে অনিঃশেষ আশার কথাও উচ্চারিত হয়েছে বিভিন্ন কবিতায়।

কবির লাবণ্যময় ভাষায় লেখা কবিতাগুলি পড়লে মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাংলার লোকায়ত বিভিন্ন মাধুকরী শব্দাবলী। পেশায় সরকারি কর্মী কবির ‘ঘুমের জন্মদিন’ গ্রন্থটি কবির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্য গ্রন্থটিতে কবি তার পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থের সুর বজায় রেখেছেন।

দেশ জুড়ে ১১টি বিদ্যাপীঠ কেন্দ্র চালাচ্ছে PW

শিলিগুড়ি: ভারতের সবচেয়ে সাশ্রয়ী মূল্যের এবং পছন্দের edtech প্ল্যাটফর্ম PW (Physics Wallah), আজ শিলিগুড়িতে তার বিদ্যাপীঠ কেন্দ্র চালু করল। এই edtech প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব। বলাবাহুল্য, ইতিমধ্যেই এই edtech স্টার্টআপ দেশ জুড়ে ১১টি বিদ্যাপীঠ কেন্দ্র চালাচ্ছে। PW – এর লক্ষ হল এই edtech প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে সমাজের সকল স্তরের ছাত্রদের সমান সুযোগ প্রদান করা।

PW-র এই বিদ্যাপীঠ কেন্দ্রগুলি ভারতের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি-সক্ষম অফলাইন কোচিং ইনস্টিটিউট। যেখানে অভিভাবক-ছাত্রদের ড্যাশবোর্ড, ভিডিও সমাধান, 3D মডেলিং এর মতো প্রযুক্তির সাহায্যে ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, PW সারথি শিক্ষার্থীদের একটি সম্পূরক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য অফার করে। অধ্যয়নের বিষয়ে সন্দেহ দূর করতে ,পরিকল্পনা তৈরি করতে, সংশোধন করতে এবং অভিভাবক-শিক্ষক সভা পরিচালনা করতে সাহায্য করে PW সারথি। এছাড়াও পরীক্ষার প্রস্তুতির সময় আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য হেল্পলাইনও অফার করে।

মেয়র গৌতম দেব বলেন, অল্প সময়ের মধ্যে PW প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। শিলিগুড়িতে পড়ুয়াদের সফলতার জন্য আমি শুভকামনা জানাই।

5G পরিষেবা প্রদানে পার্টনারশিপ

শিলিগুড়ি: গ্রাহকদের নির্বিঘ্নে 5G পরিষেবা প্রদানের জন্য দেশের শীর্ষস্থানীয় স্মার্টফোন ব্র্যান্ড Xiaomi India -Vi এর সাথে পার্টনারশিপ করেছে। এই পার্টনারশিপের মাধ্যমে Xiaomi এবং Redmi স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা অপারেটর দ্বারা পরিষেবাগুলি চালু করবে। তারপরেই গ্রাহকরা Vi 5G -তে উন্নত ডেটা অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে পারবেন। ভারতে 5G-এর সম্ভাবনাকে আনলক করতে Xiaomi এবং Vi তাদের ডিভাইসে একটি আন ফিল্টারড 5G নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তাদের গ্রাহকদের ক্ষমতায়ন করতে একত্রিত হচ্ছে। বলাবাহুল্য, Xiaomi India এবং Vi নতুন দিল্লিতে Xiaomi এবং Redmi 5G ডিভাইস জুড়ে নেটওয়ার্কটি ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করেছে।

বলিউড মেলোডি ও হিপ-হপকে একত্রে পেশ করে Boombox

শিলিগুড়ি: সঙ্গীতশিল্পী বাদশা, জসলিন রয়্যাল, ডিনো জেমস এবং ডিজে যোগীর সহযোগিতায় ২৫ মার্চ ওড়িশার ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল Seagram's Royal Stag Boombox-এর মিউজিক্যাল শো। মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির বিপরীত মেরু হল Boombox। বলিউডের মেলোডি এবং হিপ-হপের gul-ly vibeকে একত্রিতে পেশ করে Boombox।

ভুবনেশ্বরে প্রায় ১০,০০০ জনতার সামনে পারফর্ম করেন ডিজে যোগীতো, যাঁ পার ডিনো জেমস। যিনি তাঁর হিপ-হপের প্রতিধ্বনিমূলক স্পন্দন ছড়িয়ে দেন ভিড়ের মধ্যে। ২৫ মার্চ-এর সন্ধ্যাকে একটি সুরেলা মোড় দেন গায়িকা জসলিন রয়্যালের সুরের জাদু। সব শেষে Boombox-এর এই মিউজিক্যাল শো কে চূড়ান্ত রূপ দেয় বাদশার হেডলাইনিং পারফরম্যান্স।

বেশ কয়েক বছর ধরেই দেশের যুব সম্প্রদায়কে আধুনিক সঙ্গীতের জগতে একটি বিশেষ প্ল্যাটফর্ম প্রদান করছে Roy-al Stag। আজকের তরুণ সম্প্রদায় উত্তেজনাপূর্ণ সঙ্গীতের নতুন ফর্মগুলি আয়ত্ত করার দিকে ভীষণ ভাবে ঝুঁকেছে। হিপ-হপের মতো সমসাময়িক ঘরানাগুলি দেশের যুবকদের মধ্যে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। Royal Stag Boombox এই প্রজন্মের কল্পনাকে একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করতে চায়, যেখানে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বলিউড মিউজিকের সাথে তরুণ প্রজন্মের হিপ হপ-এর মেল বন্ধন ঘটে।

এনএসডিসি'র ত্রিপাক্ষিক মউ স্বাক্ষর

কলকাতা: মিনিস্ট্রি অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রিনারশিপ-এর (এমএসডিই) অধীন ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনএসডিসি) একটি ত্রিপাক্ষিক মউ স্বাক্ষর করল ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ও মেধাবী স্কিলস ইউনিভার্সিটির সঙ্গে। এর উদ্দেশ্য হল একটি ন্যাশনাল স্কিলস অ্যাকাডেমি গড়ে তোলা যার নাম হবে 'মহারাজা কিরীট বিক্রম ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনোভেশন অ্যান্ড স্কিলস এক্সেলেন্স'। এই সেন্টার অব এক্সেলেন্স-এর কাজ হবে হেলথকেয়ার ও প্যারামেডিক্যাল ক্ষেত্রে কর্মক্ষম কর্মীবাহিনী তৈরি করা, যারা দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষিত প্যারামেডিক্যাল কর্মী ও নার্সের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করতে পারবেন।

মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে এনএসডিসি'র সিওও (অফিসিয়েটিং সিইও) বেদমণি তিওয়ারি, মেধাবী স্কিলস ইউনিভার্সিটির প্রো-চ্যান্সেলর কুলদীপ শর্মা ও ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার চন্দ্রকুমার জামাতিয়ার মধ্যে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ মেম্বার ভবরঞ্জন রিয়াং, অ্যাডভাইসর ক্যাপ্টেন জিএস রাঠি, মেধাবী স্কিলস ইউনিভার্সিটির ফাউন্ডার ও চ্যান্সেলর প্রবেশ দুদানি এবং এনএসডিসি'র রিজিয়োনাল হেড (নর্থইস্ট) স্মিতা চেতিয়া তালুকদার।

এই সেন্টার অব এক্সেলেন্সটি হবে সমগ্র উত্তরপূর্বাঞ্চলের মধ্যে অন্যতম 'মোস্ট এক্সক্লুসিভ প্রোজেক্ট'। এখানে শিক্ষার্থীদের গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং তাদের বিশ্বের সেরা দেশগুলিতে নিয়োগ করা হবে।

প্যাস্টেল শেডের স্প্রিং-সামার কালেকশন লঞ্চ করল Soch

কলকাতা: ২০২৩-এর স্প্রিং-সামার কালেকশন লঞ্চ করল ভারতের অন্যতম পার্টি এবং ইভিনিংওয়্যার ব্র্যান্ড Soch। এই নতুন সংগ্রহটি ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় শিল্প ও কারুশিল্পের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার থেকে অনুপ্রেরণা জোগায় যা দেশের প্রতিটি প্রান্তে পাওয়া যায়। Soch-এর এই স্প্রিং-সামার কালেকশনটি ঐতিহ্যবাহী শিল্পের বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়- কোলাম, লিপ্পান শিল্প এবং ইকাত।

Soch-এর এই স্প্রিং-সামার কালেকশনটিতে একদিকে যেমন রয়েছে "মিউজ অফ মিররস", "ইকাত ইমপ্রেশনস"। তেমনি অপরদিকে রয়েছে কোলামের শিল্প দ্বারা অনুপ্রাণিত সূচিকর্মের জটিল জ্যামিতিক নিদর্শন। সংগ্রহটিতে কোলামের শিল্প দ্বারা অনুপ্রাণিত সূচিকর্ম সহ জটিল জ্যামিতিক নিদর্শন রয়েছে। উল্লখ্য, গুজরাটের ঐতিহ্যবাহী লিপ্পান ম্যুরাল কারুকাজ দ্বারা অনুপ্রাণিত Soch-এর "মিউজ অফ মিররস"। "ইকাত ইমপ্রেশনস-এর বৈশিষ্ট্য হল টাই-ডাই এবং বুনন। সম্বলপুরি, পোচামপল্লী এবং পাটোলার একক এবং ডবল ইকাত প্যাটার্ন প্রিন্ট Soch-এর এই স্প্রিং-সামার কালেকশনে পাওয়া যাবে। গ্রীষ্মের প্রখরতার কথা মাথায় রেখে Soch-এর স্প্রিং সামার কালেকশনে হালকা প্যাস্টেল শেডকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মছলন্দপুরে ট্রেন্ডসের প্রথম স্টোর

উত্তর ২৪ পরগণা: ভারতের বৃহত্তম এবং দ্রুত বর্ধনশীল পোশাক এবং আনুষাঙ্গিক চেইন রিলায়েন্স রিটেইল ট্রেন্ডস পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার মছলন্দপুর শহরে তার নতুন স্টোর চালু করল।

৪,৪৪৩ বর্গফুট জায়গায় জুড়ে বৃস্তিত মছলন্দপুরে এটি ট্রেন্ডসের প্রথম স্টোর। ট্রেন্ডি মহিলা, পুরুষ ও বাচ্চাদের পোশাকসহ ফ্যাশনেবল পোশাক ও অন্যান্য অ্যাক্সেসরিজের কেনাকাটার ওপর বিশেষ অফার পাবেন মছলন্দপুর শহরের গ্রাহকরা। এই শহরের গ্রাহকদের জন্য ট্রেন্ডস একটি বিশেষ উদ্বোধনী অফার নিয়ে এসেছে। মছলন্দপুরে ট্রেন্ডসের এই স্টোরে ৩,৯৯৯ টাকার কেনাকাটার ওপর রয়েছে ১৯৯ টাকার বিশেষ আকর্ষণীয় উপহার। এছাড়াও ২,৯৯৯ টাকার কেনাকাটার ওপর গ্রাহকরা ৩,০০০ টাকার একটি কুপন পাবেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।

Tiago.ev-এর সম্পর্কে জনমানসে সচেতনতা বাড়াতে এই উদ্যোগ

মুম্বই: টাটা ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ বা Tata IPL ২০২৩-এর অফিসিয়াল পার্টনার হতে চলেছে Tiago.ev। এই নিয়ে টানা ষষ্ঠ বছরের জন্য BCCI-এর সাথে অফিসিয়াল পার্টনারশিপ করল টাটা। Tiago.ev-এর সম্পর্কে জনমানসে সচেতনতা বাড়াতে এই মর্যাদাপূর্ণ প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করবে টাটা। ৩১ মার্চ থেকে শুরু গেছে টাটা আইপিএল।

Tiago.ev-এর প্রচারের জন্য অফিসিয়াল পার্টনার হিসেবে, ব্র্যান্ডটি কার্যকরভাবে টাটা আইপিএল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করবে। সেইকথা মাথায় রেখে IPL চলাকালীন ১২টি স্টেডিয়ামে জুড়ে Tiago.ev প্রদর্শিত হবে। এই প্রচারাভিযানটি ডিজিটাল এবং সোশ্যাল মিডিয়ার পাশাপাশি একাধিক হাউজিং সোসাইটি, ফ্যান পার্ক ইভেন্ট এবং লিগ চলাকালীন পয়েন্ট অফ সেল অ্যাক্টিভেশন জুড়েও প্রসারিত করা হবে। এই বছরের ম্যাচগুলিতে স্ট্রাইকার অ্যাওয়ার্ডের আয়োজন করবে Tiago.ev ইলেকট্রিক। IPL-এর স্ট্রাইকার অফ দ্য সিজন নগদ অর্থসহ Tiago.ev ইলেকট্রিক চালানোর সুযোগ পাবেন।

রিটায়ার্ড পার্সনদের আর্থিক নিরাপত্তা দেবে স্মার্ট পেনশন

মুম্বই: ভারতের অন্যতম প্রধান জীবন বীমাকারী সংস্থা HDFC লাইফ চালু করল HDFC লাইফ স্মার্ট পেনশন প্লাস। এটি এমন একটি স্কিম যা বেতনের মত আয়ের একটি নিয়মিত উৎস। HDFC লাইফ স্মার্ট পেনশন প্লাস এমন ব্যক্তিদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যারা তাঁদের অবসর গ্রহণের পরে নিজেদের জন্য একটি আর্থিক নিরাপত্তা তৈরি করতে চান।

গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য, HDFC লাইফ স্মার্ট পেনশন প্লাসিস একাধিক ভেরিয়েন্টে রয়েছে। এগুলি হল- একটি লিকিউইডিটি বিকল্প সহ বার্ষিকী, সাধারণ সিম্পল এবং কম্পাউন্ড বৃদ্ধি বার্ষিক মূল্যস্ফীতি এবং প্রিমিয়ামের প্রাথমিক রিটার্ন। গ্রাহকরা তাদের প্রয়োজন অনুসারে যে কোন বিকল্প বেছে নিয়ে পরিকল্পনাটি কাস্টমাইজ করতে পারেন।

শুরু হতে চলেছে 'Driving with the legends'

শিলিগুড়ি: কিংবদন্তি ক্রিকেটার কপিল দেব, শিল্পপতি পবন কুমার পাটোদিয়া, কৌশিক ঘোষ, অভিনেতা জাইদ হামিদ, উমা বিশাল আগরওয়াল এবং বরুণ গোয়েঙ্কার মত কিংবদন্তিদের পর্দার পিছনের এবং সামনের ব্যক্তিত্বের সংমিশ্রণে লঞ্চ হল 'Driving with the legends' / DWTL। The Legend Studios LLC এর ব্যানারে প্রযোজিত এই শোটির প্রথম সিজনের শুটিং হবে সুইজারল্যান্ডে।

সুইজারল্যান্ডে ৭ দিনের ড্রাইভিং ট্রিপে যোগ দেবেন ১০ জন সেলিব্রিটি। শোটি পরিচালনা করবেন জনপ্রিয় পরিচালক হায়দার খান। যিনি বিশ্বের সেরা ফটোগ্রাফারদের মধ্যে একজন এবং যিনি ইতিমধ্যেই লঞ্চ ইভেন্টের সময় কপিল দেবের চরিত্রে অভিনয় করা টিজার দ্বারা সকলের আকৃষ্ট করেছেন। শুধু তাই নয় মর্যাদাপূর্ণ PX3 ২০২১ প্রিক্স দে লা ফটোগ্রাফি ড-এর অন্তর্গত প্যারিসে সোনা জিতেছেন হায়দার খান।

উল্লেখ্য, একটি বিশ্বব্যাপী অনলাইন অডিশন প্রচারের মাধ্যমে লেজেন্ডসদের নির্বাচন করা হবে। প্রথম অধ্যায় কথা হবে কপিল দেবের। যিনি ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ছিলেন। যাঁকে বিশ্বব্যাপী ১.৮ বিলিয়ন ভারতীয়রা সমর্থন করেছেন।

১৫ জুন মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত হবে সভা

কলকাতা: ভারতীয় রাজনীতিতে সবচেয়ে অভূতপূর্ব সমাবেশের জন্য মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। ন্যাশনাল লেজিসলেটরস কনফারেন্স ভারত / NLC ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের প্রতিটি কোণ থেকে ৩,০০০-এরও বেশি বিধায়ক যাতে সমাবেশে যোগ দিতে পারে সেজন্য একটি রেজিস্ট্রেশনও চালু করেছে। উল্লেখ্য, ১৫ থেকে ১৮ জুন মুম্বাইয়ের জমজমাট শহরটিতে গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টটি অনুষ্ঠিত হবে। সারা দেশের আইন প্রণেতাদের জন্য এটি একটি অতুলনীয় সুযোগ।

NLC ভারত হল একটি নির্দলীয় প্ল্যাটফর্ম যা ভারতের প্রতিটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে আইনসভার সদস্যদের (এমএলএ) এবং আইন পরিষদের সদস্যদের (এমএলসি) একত্রিত করবে। সমাবেশটি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য তাদের প্রশংসনীয় অনুশীলন প্রদর্শন এবং উদ্ভাবনী ধারণা বিনিময়ের একটি ব্যতিক্রমী প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে। আমাদের দেশের গৌরবময় ইতিহাসে এই সম্মেলন এই প্রথম অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। বলাবাহুল্য, এই সম্মেলনটি আগামী প্রজন্মের জন্য ভারতীয় রাজনীতির গতিপথকে রূপ দেবে।

NLC ভারতের কনভেনর রাহুল ভি. কারাদ বলেন, NLC হল জাতিকে সুসংহতভাবে গড়ে তোলার একটি প্রয়াস। এই সম্মেলনটি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে যা আমাদের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে।

খাবারের ৩০ মিনিট আগে ২০ গ্রাম বাদাম হাইপারগ্লাইসেমিয়া কমিয়ে দেয়

কলকাতা: প্রিডায়াবেটিস এবং অতিরিক্ত ওজন/স্থূলতায় আক্রান্ত ভারতীয়দের মধ্যে দুটি নতুন গবেষণায় দেখা গেছে যে খাবারের আগে আমন্ড বাদাম খেলে তা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। তিন মাস ধরে চলা গবেষণায় দেখা গেছে যে স্থূলতা / ওজন এবং প্রিডায়াবেটিস বা গ্লুকোজের ওঠানামা প্রায় এক চতুর্থাংশ (২৩.৩%) লোকেদের রক্তে শর্করার মাত্রা স্বাভাবিক করে দিয়েছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার আমন্ড বোর্ডের উদ্যোগে চলা ৬০ জন লোকের ওপর করা এই দুটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ব্রেকফাস্ট, মধ্যাহ্নভোজ এবং রাতের খাবারের ৩০ মিনিট আগে ২০ গ্রাম বাদাম খেলে খাবারের পরে গ্লুকোজ এবং ইনসুলিনের ওঠানামা কমে যায় এবং সামগ্রিক হাইপারগ্লাইসেমিয়া কমিয়ে দেয়। ফলাফলগুলি বিভিন্ন জনসংখ্যার উপর গবেষণার প্রশস্ততাকে পরিপূরক করে যে কীভাবে বাদাম একটি সুষম খাদ্যের অংশ হিসাবে স্বাস্থ্যকর রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

এই ফলাফলগুলি দেখায় যে প্রতিটি খাবারের আগে বাদাম খেলে মাত্র তিন দিনের মধ্যে প্রিডায়াবেটিসে আক্রান্ত ভারতীয়দের গ্লাইসেমিক নিয়ন্ত্রণকে দ্রুত উন্নত করতে পারে।

ক্যাপ এবং হেলমেটে থাকবে Hindware-এর লোগো

শিলিগুড়ি: ৩১ মার্চ ২০২৩ থেকে শুরু হয়েছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ / আইপিএল-এর ১৬ তম সংস্করণ। বাথরুম ফিটিংসের কমপ্লিট সলিউশন Hindware Limited চলতি বছরের আইপিএল-এ পাঞ্জাব কিংস এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের সাথে পার্টনারশিপ করেছে। এই পার্টনারশিপের মাধ্যমে সম্পূর্ণ আইপিএল সিজন জুড়ে দেশের ক্রিকেট প্রেমীদের সামনে Hindware তার সম্পূর্ণ স্টাইলিশ বাথরুম ফিটিংসের সেটটি তুলে ধরবে।

পাঞ্জাব কিংস এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর হল ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের সবচেয়ে আইকনিক ক্রিকেট দলগুলির মধ্যে অন্যতম যার প্রচুর ফ্যান ফলোয়িং রয়েছে। এই দুটি দলের সাথে পার্টনারশিপ করায় দুটি দলের খেলোয়াড় এবং অফিসিয়াল সদস্যদের ক্যাপ এবং হেলমেটে Hindware-এর লোগো থাকবে। এছাড়াও জার্সির সহযোগী স্পনসর হিসেবেও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের সাথে চুক্তি করেছে Hindware। এর ফলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স টিম তাদের জার্সির নন-লিডিং আর্মে Hindware-এর লোগো ব্যবহার করবে।

Hindware Limited-এর মার্কেটিং বিভাগের ভাইস-প্রেসিডেন্ট চারু মালহোত্রা বলেন, “আইপিএল ২০২৩-এর জন্য পাঞ্জাব কিংস এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের সাথে পার্টনারশিপ করতে পেরে আমরা গর্বিত।

Insurance Dekho-এর SME শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে Verak

কলকাতা: ভারতের নেতৃস্থানীয় বীমা সংস্থা Insurance Dekho তার ব্যবসাকে শক্তিশালী করতে মুম্বাই-ভিত্তিক SME বীমা সংস্থা। Verak কে অধিগ্রহণ করেছে। Sequoia এবং LightSpeed দ্বারা সমর্থিত Verak, মাত্র 13 মাসের অপারেশনে ভারতীয় SME বীমা ল্যান্ডস্কেপে একটি শক্তিশালী নাম হয়ে উঠেছে। এই অধিগ্রহণের ফলে Insurance Dekho-এর SME একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে এবং মাইক্রো-বিজনেস ইন্স্যুরেন্স স্পেসে এর অফারগুলিকে প্রসারিত করবে। বলাবাহুল্য, অব্যবহৃত মাইক্রো-বিজনেস ইন্স্যুরেন্স স্পেসে গভীর প্রবেশ করেছে Verak। যা কয়েক হাজার ছোট দোকানদারকে প্রথমবারের মতো বীমা ছাতার নিচে নিয়ে এসেছে এবং প্রতি মাসে ৩০% MoM প্রিমিয়াম বৃদ্ধি রেজিস্টার করেছে। উল্লেখ্য, ভারতে আনুমানিক ৬৩ মিলিয়ন MSME রয়েছে, যার মধ্যে ৯৮% রয়েছে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ। যদিও MSMEs ভারতের GDP এর ২৭% এবং ৪০%[1] রপ্তানিতে অবদান রাখে এবং তাদের বীমার অনুপ্রবেশ মাত্র ৫%। InsuranceDekho-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও অঙ্কিত আগরওয়াল বলেছেন, আমরা InsuranceDekho পরিবারে Verak টিমকে স্বাগত জানাতে পেরে গর্বিত।

বার্ষিক ১৫৯,০০০কিলোলিটার ফিনিশড লুব্রিকেন্ট উৎপাদন করবে Exxon Mobil

মুম্বই: ভারতে লুব্রিকেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট তৈরি করার কথা ঘোষণা করল Exxon Mobil। এজন্য মহারাষ্ট্র শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের আইসাম্বে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াইন রায়গড়ে ৯০০ কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে। এব্যাপারে মহারাষ্ট্র সরকারের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক এমওইউ / মউ স্বাক্ষর করেছে Exxon Mobil। মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস এবং রাজ্যের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এই মউ স্বাক্ষর হয়।

একবার Exxon Mobil এই প্ল্যান্টটি চালু হলে, উৎপাদন, ইস্পাত, বিদ্যুৎ, খনি এবং নির্মাণের পাশাপাশি যাত্রী ও বাণিজ্যিক যানবাহন বিভাগ থেকে শিল্প খাতের ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে বার্ষিক ১৫৯,০০০কিলোলিটার ফিনিশড লুব্রিকেন্ট উৎপাদন হবে। ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ Exxon Mobil-এর এই প্ল্যান্ট থেকে উৎপাদন শুরু হবে।

ভারতে ExxonMobil-এর কান্ট্রি ম্যানেজার মন্টে ডবসন বলেছেন, আমরা আমাদের প্রথম গ্রিনফিল্ড বিনিয়োগের মাধ্যমে ভারতের প্রতি আমাদের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিশ্রুতিকে পূরণ করতে পেরে গর্বিত।

জলবায়ু পরিবর্তন সমগ্র মানবজাতির পক্ষে বিপজ্জনক: সন্দীপ চৌধারি

কলকাতা: ‘ইয়েস ওয়ার্ল্ডের’ প্রোমোটার ও সিইও সন্দীপ চৌধারি একজন সক্রিয় ‘সেভ আর্থ’ কর্মী। পরিবেশ রক্ষাকারী, উদ্যোগপতি ও ‘সেভ আর্থ’ কর্মী হিসেবে তাঁর উদ্যোগ সরকার ও এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত। বিশ্বকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং সমস্যা থেকে রক্ষা করতে ইয়েস ওয়ার্ল্ড সক্রিয় ভূমিকা পালনের পাশাপাশি ‘ক্লাইমেট চেঞ্জ’ ও ‘গ্লোবাল ওয়ার্মিং’ বিষয়ে সচেতনতা প্রসারে কাজ করে চলেছে।

সন্দীপ চৌধারি ‘স্টপিং গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ এভ্রিওয়ান্স রেস্পন্সিবিলিটি’ শীর্ষক একটি ক্যাম্পেন শুরু করেছেন। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন এমন একটি সমস্যা যা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে বিপজ্জনক। তাই বিশ্ববাসী সকলের উচিত নিজেদের দায়িত্ব বিষয়ে সচেতন হওয়া এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিং বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

সন্দীপ চৌধারি হলেন ইয়েস ওয়ার্ল্ড নামের একটি ক্লাইমেট টেক ব্লকচেইন-বেসড স্টার্টআপের প্রোমোটার। তিনি বিশ্বরক্ষার ক্ষেত্রে সক্রিয় রয়েছেন। ড. চৌধারি তাঁর ফিন-টেক স্টার্টআপ ব্যাংকসাথী টেকনোলজিস (একটি ভিসি-ফান্ডেড ইউএসডি ৫০ মিলিয়ন কোম্পানি) ছেড়ে এই ‘ওয়ার্ল্ডস বিগেস্ট মিশন’-এ যোগ দিয়েছেন। পৃথিবীকে সবুজতর ও আরও সুস্থ করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগের সঙ্গে তিনি বিগত কয়েক বছর ধরে জড়িত রয়েছেন।

ইয়েস ওয়ার্ল্ড ক্লাইমেট টেক প্রাইভেট লিমিটেড আবাসন ও কমার্সিয়াল বিল্ডিংয়ের জন্য বিশ্বের প্রথম ‘এনার্জি-এফিসিয়েন্ট উইন্ডো সলিউশন’ লঞ্চ করেছে। স্পেশালাইজড গ্লাসের এই নতুন প্রোডাক্ট লাইন হল কোম্পানির ‘সেভ আর্থ মিশন’-এর অঙ্গ, যা বায়ু থেকে কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাস করে। এটি হল এক ‘এনার্জি-এফিসিয়েন্ট গ্লাসের’ ‘সী-থ্রু উইন্ডোজ সলিউশন’ যা বিল্ডিংয়ে ‘সোলার হিট’ প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করে এবং সেইসঙ্গে ‘এনার্জি কনজাম্পশন’ হ্রাস করে।

চারটি প্রিসেট EQ মোডে উপলব্ধ Buds Vibe

কলকাতা: ANC সিরিজের সাশ্রয়ী মূল্যের 35dB অ্যাক্টিভ নয়েজ ক্যান্সেলেশন বৈশিষ্ট্য সহ ইয়ারবাড Buds Vibe লঞ্চ করল Truke। এটি হল দেশের সবচেয়ে ক্রমবর্ধমান ইয়ারবাড গুলির মধ্যে অন্যতম। ১২ মাসের ওয়ারেন্টি প্রদানকারী এই ইয়ারবাডগুলির দাম ১,৬৯৯ টাকা। Amazon.in, Flipkart এবং Truke.in-এ গ্রাহকরা এই ইয়ারবাডগুলি ১,৪৯৯ টাকায় কিনতে পারবেন। যা ৬ এপ্রিল পর্যন্ত বৈধ।

Truke-এর এই Buds Vibe ইয়ারবাড গুলি ১৩ মিমি টাইটানিয়াম স্পিকার ড্রাইভারগুলির সাথে একটি সিনেমাটিক সাউন্ড সহ ব্লুটুথ ৫.৩ ডুয়াল নয়েজ ক্যান্সেলেশন, কোয়াড-মাইক এনভায়রনমেন্টাল নয়েজ ক্যান্সেলেশন (ENC) এবং ডুয়াল নয়েজ ক্যান্সেলেশন সহ চারটি প্রিসেট EQ মোড - ডায়নামিক অডিও, বাস বুস্ট মোড, মুভি মোড, এবং ডিফল্ট ব্যালেন্সড মোডে উপলব্ধ। যাতে ব্যবহারকারীরা তাঁদের বিভিন্ন পছন্দ অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া Buds Vibe ইয়ারবাড গুলি একক চার্জে টানা দশ ঘন্টা পর্যন্ত প্লেটাইম প্রদান করে। Truke India-র সিইও পঙ্কজ উপাধ্যায় বলেছেন, আমরা গ্রাহকদের জন্য আমাদের সর্বশেষ অফার Buds Vibe লঞ্চ করতে পেরে গর্বিত।

Solve for Tomorrow-তে অংশ গ্রহণের বয়স সীমা ১৬-২২ বছর

শিলিগুড়ি: ন্যাশনাল এডুকেশন এন্ড ইনোভেশন কম্পিটিশনের দ্বিতীয় মরসুম Solve for Tomorrow--কে সফল করে তুলতে ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের স্টার্টআপ হাব MeitY's এবং ফাউন্ডেশন ফর ইনোভেশন অ্যান্ড টেকনোলজি ট্রান্সফার (FITT), IIT দিল্লির সাথে পার্টনারশিপ করেছে Samsung India। লক্ষ হল এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা এবং সমস্যা সমাধানের সংস্কৃতির সূচনা করা। Solve for Tomorrow-র উদ্বোধন উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন- ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি মন্ত্রকের সেক্রেটারি অলকেশ কুমার শর্মা সহ আরও অনেকে।

Samsung Solve for Tomorrow-এর প্রথম সিজন অনুষ্ঠিত হয় ২০২২সালে। প্রথম সিজনেই সারা দেশ থেকে ১৮,০০০-এর বেশি রেজিস্ট্রেশন পেয়েছিল এই প্রোগ্রামটি। চলতি বছরে ১৬-২২ বছর বয়সীরা এই প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। ৪ এপ্রিল থেকে ৩১ মে পর্যন্ত Samsung Solve-এর জন্য আবেদন করা যাবে। অংশগ্রহণকারীরা Samsung, IIT দিল্লি এবং MeitYStartup Hub থেকে পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ পাবেন।

বলাবাহুল্য, শীর্ষ তিনটি দল তাদের ধারণাগুলিকে বাস্তবে রূপান্তর করতে পুরস্কার হিসেবে ১.৫ কোটি টাকা জিতবে। এছাড়া প্রতিযোগিতায় শীর্ষ ৩০ এবং শীর্ষ ১০-এ যারা পৌঁছবেন সেই সব প্রতিযোগীদের প্রোগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে পুরস্কৃত করা হবে।

NCAP-এর ক্র্যাশ পরীক্ষায় ৫-স্টার স্কোর SKODA-র

শিলিগুড়ি: গ্লোবাল নিউ কার অ্যাসেসমেন্ট প্রোগ্রাম / NCAP-এর ক্র্যাশ পরীক্ষায় Slavia Sedan 5-এর মধ্যে ৫-স্টার স্কোর করেছে। ফলে নিরাপত্তার দিক থেকে ভারতে SKODA AUTO-র গ্রহণ যোগ্যতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, এই NCAP-এর ক্র্যাশ পরীক্ষাটি ভারতের গাড়ি গুলোকে নিরাপত্তার সার্টিফিকেট প্রদান করে। যা SKODA AUTOকে ভারতের একমাত্র নিরাপত্তা পূর্ণ ক্র্যাশ-পরীক্ষিত গাড়ির সার্টিফিকেট দিয়েছে। যেখানে শিশুদের নিরাপত্তার জন্যও বিশেষ খেয়াল রাখা হয়েছে। NCAP-এর ক্র্যাশ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া আরও একবার প্রমাণিত হল যে SKODA AUTO নিরাপত্তার সঙ্গে কখনো আপোষ করেনা।

SKODA AUTO-এর ব্র্যান্ড ডিরেক্টর পেত্র সোল্ক বলেছেন, NCAP নিরাপত্তা পরীক্ষায় ৫-স্টার রেটিং পাওয়ায় আমরা গর্বিত। আমাদের কাছে ৫-স্টার নিরাপদ SKODA গাড়িগুলির সম্পূর্ণ একটি পরীক্ষিত পরিসর রয়েছে।

শিলিগুড়িতে ক্যারম টুর্নামেন্ট

বিশেষ সংবাদদাতা: শিলিগুড়ি জেলা ক্যারম সংস্থা আয়োজিত মন্টু ভট্টাচার্য ট্রফি জেলা চ্যাম্পিয়নশিপে ওপেন সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হলেন পাপিয়া বিশ্বাস। কাছারি রোড যুবক সংঘে গত ১৯ মার্চ ফাইনালে পাপিয়া ২-০ সেটে হারিয়েছেন সঞ্জয় সরকারকে। সেমিফাইনালে পাপিয়া একই ব্যবধানে জেতেন বিশ্বজিৎ ভগতের বিরুদ্ধে। সঞ্জয় হারিয়ে দেন মাম্পি কোদালিয়াকে।

অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হন অনিরুদ্ধ লাহিড়ি। ফাইনালে পৃথ্বী সাহার বিরুদ্ধে ২-০ সেটে তার জয় এসেছে। দুই বিভাগ মিলিয়ে মোট ২৪ জন অংশ নেন এই ক্যারম টুর্নামেন্টে। এদিন পুরস্কার তুলে দেন যুবক সংঘের সভাপতি মদন ভট্টাচার্য, সচিব পার্থ চক্রবর্তী, ক্যারম সংস্থার সভাপতি সিদ্ধার্থ বিশ্বাস, সচিব সঞ্জীব ঘোষ প্রমুখ। রাজ্য ক্যারমে পদকজয়ী দুর্জয় ঘোষ, পাপিয়া ও মাম্পিকে এদিন একই মঞ্চে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

উশুতে সাফল্য কোচবিহারের আমিরের

বিশেষ সংবাদদাতা: ফেডারেশন কাপ উশুতে বাংলাকে ব্রোঞ্জ পদক এনে দিলেন কোচবিহারের আমির হোসেন। সর্বভারতীয় উশু সংস্থার ফেডারেশন কাপ অনুষ্ঠিত হল এবার পাঞ্জাবের জলন্ধরে। কোচবিহারের ছেলে আমির হোসেন বাংলার হয়ে উশুর ফেডারেশন কাপ টুর্নামেন্টে নেমেছিলেন দাওসু বিভাগে। আর এই বিভাগেই ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নিজের দক্ষতার পরিচয় রাখেন আমির। তাঁর এই সাফল্যে খুশি কোচবিহারের ক্রীড়ামহল।

ফের সচিব হলেন চানমোহন সাহা

বিশেষ সংবাদদাতা: আগামী ৩ বছরের জন্য পুনরায় তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সচিব মনোনীত হলেন চানমোহন সাহা। সেইসাথে ৩০ জনের কার্যনির্বাহী কমিটিও গঠন করা হয় তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার গত ২৭ মার্চ। কার্যনির্বাহী সভাপতি হন অনন্তকুমার বর্মা। সহসভাপতি হন নীতীশ গুহরায়, ইন্দ্রজিৎ ধর, তন্ময় দে, তপন তালুকদার, শিবেন দাস।

কোচবিহার ডিএসএ-এর টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট

পার্থ নিয়োগী: গত ২৪ ও ২৫ মার্চ কোচবিহার নেতাজি সুভাষ ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হল কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত আন্তঃ ক্লাব টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন রাজ্য টেবিল টেনিস দলের খেলোয়াড় সম্প্রীতি রায় এবং কোচবিহারের টেবিল টেনিস কোচ অগ্নিবরণ বসু ঠাকুর। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুব্রত দত্ত। দুদিনের এই টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টে ক্লাবগুলির মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা গেল। প্রতিটি ম্যাচেই লক্ষ করা গেছে টানটান উত্তেজনা। ছেলেদের জুনিয়র বিভাগের ফাইনালে খাগড়াবাড়ি ক্লাবকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় সংহতি ক্লাব। মেয়েদের জুনিয়ার বিভাগে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা অর্জন করে ডিএনপি ইউনিট দেবীবাড়ি। রানার্স হয় নেতাজি সংঘ। ছেলেদের সিনিয়র বিভাগে এমজেএন ক্লাবকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় ডিএনপি ইউনিট দেবীবাড়ি। কোচবিহারের জেলা ক্রীড়া সংস্থার এহেন আন্তঃ ক্লাব টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টের হাত ধরে জেলার টেবিল টেনিসে আগামীতে নবীন প্রজন্ম আরও বেশি করে উৎসাহিত হবে বলে অনেকেরই অভিমত।

৮ দলীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন ঘোষপাড়া ইয়ুথ ক্লাব

পার্থ নিয়োগী: ইউনাইটেড ক্লাব আয়োজিত অশোক গুহ ও দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল ঘোষপাড়া ইয়ুথ ক্লাব। এই টুর্নামেন্টে মোট ৮টি দল অংশ নেয়। ঘোষপাড়া ইয়ুথ ক্লাব সেমিফাইনালে ৩ রানে তরুণ দলকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। অন্য সেমিফাইনালে পাটাকুড়া রানিবাগান ক্লাব ৪ রানে দিনহাটা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থাকে ৪ রানে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। গত ৩০ মার্চ এমজেএন স্টেডিয়ামে এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে মুখোমুখি হয় ঘোষপাড়া ইয়ুথ ক্লাব এবং পাটাকুড়া রানিবাগান ক্লাব। ফাইনালে ঘোষপাড়া ইয়ুথ ক্লাব টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নামে। ২০ ওভারে ৬ উইকেটের বিনিময়ে ১৭০ রান করে ঘোষপাড়া ইয়ুথ ক্লাব। ঘোষপাড়ার ইমরান আলম ৫৯ রান করেন। রানিবাগানের নইম হক ২৩ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে রানিবাগান পাটাকুড়া ক্লাব ১৯ ওভারে ১৩৯ রানে অলআউট হয়। রানিবাগানের সুকুমার বর্মন ৫৯ রান করেন। ঘোষপাড়ার সাগর দাস ১৯ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ফাইনালের ম্যান অফ দি ম্যাচ নির্বাচিত হন ঘোষপাড়া ইয়ুথ ক্লাবের বনি মিত্র। এদিন পুরস্কার তুলে দেন কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুব্রত দত্ত, জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজ ঘোষ, ইউনাইটেড ক্লাবের সম্পাদক তপন ঘোষ প্রমুখ।

নাট্যসংঘের ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন ফালাকাটা টাউন

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহার নাট্যসংঘ আয়োজিত ছয় দলীয় রমেশ ট্রফি নৈশ ভলিবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল ফালাকাটা টাউন ক্লাব। গত ২৪ ও ২৫ মার্চ স্থানীয় খেলার মাঠে এই ভলিবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ তারিখ প্রথম সেমিফাইনালে আলিপুরদুয়ার যুবসংঘ ২৫-২১, ২৫-২০ পয়েন্টে আয়োজক নাট্যসংঘকে পরাজিত করে।

এরপর দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ফালাকাটা টাউন ক্লাব ২৫-১৭, ২২-২৫, ২৫-১৫ পয়েন্টে তুফানগঞ্জ সিক্সকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। ২৫ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় ফাইনাল। ফালাকাটা টাউন ক্লাব ২৫-২৩, ২৫-২২, ২৫-২৩ পয়েন্টে স্টেট সেটে আলিপুরপদুয়ার যুব সংঘকে পরাজিত করে। ফাইনালের সেরা নির্বাচিত হন ফালাকাটা টাউনের শুভম রায় ও প্রতিযোগিতার সেরা হন টাউনের রবিজিৎ বর্মন। পুরস্কার তুলে দেন নাট্যসংঘের সচিব প্রদীপ রায় এবং ক্রীড়া সচিব জহর রায়।

জমজমাট ব্যাডমিন্টন কোচবিহারে

পার্থ নিয়োগী: দীর্ঘ চারবছর বন্ধ ছিল কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃক্লাব ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট। কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক পদে সুব্রত দত্ত বসার পর থেকেই আবার আন্ত:ক্লাব ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট চালুর উদ্যোগ নেন। তারই ফলশ্রুতিতে ২৮ মার্চ থেকে কোচবিহার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শুরু হোল আন্ত: ক্লাব ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট। কোচবিহারের ২৮ টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। অনূর্ধ্ব-৯, ১১ ও ১৩ বছর বিভাগে ২৮ টি দলের প্রায় ৫০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন সংস্থার সহ সভাপতি কমলেশ সরকার, সচিব সুব্রত দত্ত প্রমুখ। বেশ কয়েক বছর আবার কোচবিহারে ব্যাডমিন্টন লিগ নিয়ে দেখা গেল উন্মাদনা।

স্কেটিং এ সাফল্য কোচবিহারের

পার্থ নিয়োগী: গত ২৬ মার্চ শিলিগুড়ি রোলার স্কেটিং ক্লাবের স্কেটিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সাফল্য পেল কোচবিহারের প্রতিযোগীরা। ৪ টি সোনা সহ মোট ১২ টি পদক লাভ করে কোচবিহারের প্রতিযোগীরা। কোচবিহারের হয়ে সোনা পান সীমন্তিনী সরকার ও রিয়ান জৈন (৫-৭) বছর, সহস্রা গুপ্ত (৭-৯) বছর, ও উদিত লাখোটিয়া। কোচবিহারের হয়ে রূপো পান হার্দিক সুরানা (৫-৭) বছর, দেবাংশু ওরাও (৯-১১) বছর, দিব্যদর্শী সাহা (৯-১১) বছর এবং আরভ পুগালিয়া (১১-১৪) বছর। ব্রোঞ্জ পান কোচবিহারের হয়ে কুশ লাখোটিয়া (৫-৭) বছর, সন্যম গোলছা (৭-৯) বছর, সৌম্যদীপ দেবনাথ (১১-১৪) বছর ও ভানস সুরানা (১১-১৪) বছর। এই প্রসঙ্গে কোচবিহারের পদকজয়ীদের কোচ অজয় হরিজন বলেন, ‘কোচবিহার থেকে ১২ জন এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। আর এদের প্রত্যেকেই পদক জয় লাভ করায় আমরা দারুণ খুশি।

জেলা ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন নাট্যসংঘ

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত জ্যোতিন্দ্রমোহন বণিক ও মায়ারানি বণিক আন্তঃক্লাব জেলা ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল নাট্য সংঘ। ২ এপ্রিল রাতে মৈত্রী সংঘের মাঠে সুপার লিগে নাট্য ২৫-১৭, ২৫-২০ পয়েন্টে জিরানপুর ইয়ংস্টার ক্লাবকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা পায়। গত ৩১ মার্চ থেকে কোচবিহার স্টেডিয়ামে আন্ত:ক্লাব ভলিবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী সভাপতি সুকুমার নাগ, সহ সভাপতি অমলেশচন্দ্র সরকার, সচিব সুব্রত দত্ত, ভলিবল বিভাগের সচিব জহর রায় সহ অন্যরা। প্রতিযোগিতার প্রথম পর্যায়ে অংশ নেওয়া ১০ টি দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। দুটি গ্রুপের সেরা দুটি দল অর্থাৎ মোট ৪ টি দল সুপার লিগ পর্যায়ে খেলার ছারপত্র পায়। ৩ এপ্রিল কোচবিহার মৈত্রী সংঘ ক্লাবের মাঠে এই সুপার লিগের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই পর্যায়ে চারটি দলই পরস্পরের মুখোমুখি হয়। আর এখানেই জয় লাভ করে চ্যাম্পিয়নের শিরপা অর্জন করে নাট্যসংঘ। সুপার লিগের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হয় মিলন সংঘের দীপু নমদাস। পুরস্কার তুলে দেন সংস্থার সহসভাপতি অমলেশ সরকার, কার্যনির্বাহী সভাপতি সুকুমার নাগ, ভলিবল বিভাগের সচিব জহর রায় প্রমুখ।

রাজ্য উশুতে দারুণ ফল কোচবিহারের

বিশেষ সংবাদদাতা: ৩০ও ৩১ মার্চ কলকাতায় অনুষ্ঠেয় ১৮তম রাজ্য উশুতে কোচবিহারের প্রতিযোগীরা ২২টি সোনা সহ মোট ৬২টি পদক জয়লাভ করেছে। জেলা উশু সংস্থার সভাপতি সত্যেন বর্মন জানিয়েছেন, বিভিন্ন বয়সের বিভাগে ২৭ জন ছেলে ও ২৭ জন মেয়ে অংশ নিয়েছিলেন। দারুণ ফলাফল হওয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন তিনি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at ‘Janabarta’ Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96